CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 December, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১৪ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আতঙ্ক বাড়ছে! ব্রিটেন ফেরত ৬ জনের শরীরে মিলল করোনার নয়া প্রজাতি

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ যখন নিম্নমুখী, সেই সময় ভয় বাড়াচ্ছে করোনার নতুন প্রজাতি (স্ট্রেন)। আশঙ্কা সত্যি করে, ভারতে ব্রিটেন ফেরত ৬ জনের শরীরে মিলল করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতির হদিশ।

এঁদের মধ্যে ৩ জন রয়েছেন বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল হেলথ এন্ড নিউরো-সায়েন্সেস-এ, ২ জন রয়েছেন হায়দরাবাদের সেলুলার এন্ড মলিকুলার বায়োলজিতে ও ১ জন পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে। ৬ জনকে পৃথক পৃথক রুমে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি নিয়ে বিস্তর চাপে রয়েছে ব্রিটেন-সহ ইউরোপের একাধিক দেশ। সেখানে নতুন করে লকডাউন ঘোষিত হয়েছে করোনা-সংক্রমণ আটকাতে। ভারতও ব্রিটেন থেকে আগত সব বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে সংক্রমণ আটকানোর চেষ্টা করছে। তাতেও শেষরক্ষা হল না।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে ব্রিটেন ফেরত ৬ জনের শরীরে মিলেছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতির হদিশ। স্বাস্থ্যমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ২৫ নভেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটেন থেকে ভারতের বিভিন্ন বিমানবন্দরে এসেছেন প্রায় ৩৩ হাজার যাত্রী। সমস্ত যাত্রীদের টেস্ট করা হয়। এখনও পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ১১৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং ৬ জনের শরীরে করোনার নতুন প্রজাতির হদিশ মিলেছে। এদিকে, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারও এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করছে।

নতুন স্ট্রেন চিহ্নিত করতে

মেশিন কিনবে রাজ্য সরকার

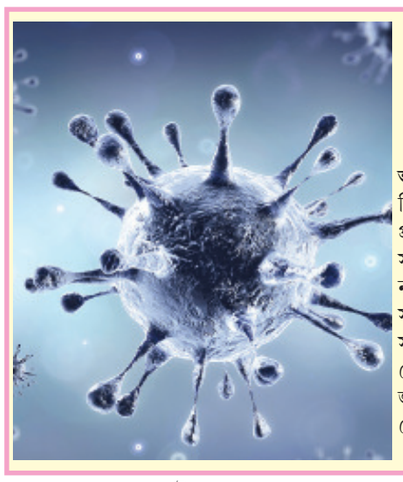

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। করোনা-র নতুন স্ট্রেন চিহ্নিত করার জন্য মেশিন ক্রয় করবে ত্রিপুরা সরকার। ইতিমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, করোনা-র সাথে লড়াইয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে গোটা বিশ্ব। ভারতও তাতে বাদ যায়নি। ফলে, সতর্কতামূলক সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া খুবই প্রয়োজন। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা-র নতুন স্ট্রেন-এ সংক্রমিতদের চিকিৎসার জন্য পিআরটিআই মহিলা হোস্টেল-কে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র হিসেবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, সম্প্রতি ৩৩১৮ জন আন্তর্জাতিক যাত্রীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১১৪ জন ইউকে থেকে ফিরেছেন। ওই ১১৪ জনের মধ্যে ১ জন ত্রিপুরার বাসিন্দা রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৩০টি রাজ্যে আন্তর্জাতিক যাত্রীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রের নাগরিক রয়েছেন। মহারাষ্ট্রে বিদেশ ফেরত ৭৪৮ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরা করোনা-র নতুন স্ট্রেন-র প্রকোপের চিন্তায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। ইউকে সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক যাত্রীদের আরটি-পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন স্ট্রেন চিহ্নিত করার জন্য নমুনা পরীক্ষায় মেশিন ক্রয়ে প্রস্তুতি নেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাক্তারি পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে একাধিক প্রশ্ন

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ত্রিপুরায় ডাক্তারি পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু-তে বিভিন্ন মহলে নানা মত প্রকাশ করেছে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রের ওই করুণ পরিণতি স্বাভাবিকভাবে বাবা-মা সহ অনেকেই সহজে মেনে নিতে পারছেন না। ফলে, ওই ঘটনা আত্মহত্যা নাকি খুন, সকলের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে আজ বাড়ি ফিরে গেছেন হতভাগা বাবা।

সোমবার সন্ধ্যায় আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ডাক্তারী পড়ুয়ার মৃতদেহ। তার নাম আদর্শ দে। এমবিবিএস কোর্সের ৯ম সেমিস্টারের ছাত্র ছিল আদর্শ। গত সন্ধ্যায় হোস্টেলের ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সহপাঠী-রা ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পেয়েছে।

আদর্শ বিলোনীয়া-র বাসিন্দা। সে ২০১৬ সালে বিলোনিয়া আর্য্য কলোনী বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান দখল করেছিল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠায়। আজ তার মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়েছে। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অধ্যাপক সকলেই তাঁর মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আজ একদিনের জন্য মেডিকেল কলেজে পঠন-পাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে সহপাঠী এবং অধ্যাপক-রা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তবে, ওই মৃত্যুর পেছনে কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। মৃতের বাবা অশোক দে অভিযোগ করেছেন, তার ছেলে আত্মহত্যা করেনি। তাকে খুন করা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, আদর্শ-কে বিছানায় শায়িত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, পুলিশ কিংবা নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতি ছাড়া তার ঝুলন্ত মৃতদেহ কেন নামানো হয়েছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি কৃষক সংগঠনগুলি

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। কেন্দ্রের তরফে কৃষক সংগঠনগুলিকে আগেই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে ৩০ ডিসেম্বর, বুধবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বৈঠকে বসতে। কেন্দ্রের সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা (এস কে এম)। এই মোর্চার মধ্যে দেশের ৪০ টি কৃষক সংগঠন রয়েছে।

সংযুক্ত কিষান মোর্চার তরফে কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে তারা ৩০ ডিসেম্বরের বৈঠকে বসতে রাজি। চারটি মূল এজেন্ডা বৈঠকে আলোচনা করতে চায় সংযুক্ত কিষান মোর্চা। এর মধ্যে রয়েছে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনি বৈধতা দেওয়া মতন বিষয়। সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যুক্তিভিত্তিক সমাধানের পক্ষে রয়েছে কৃষকরা। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ৩৪ দিন ধরে দিল্লি- হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকায় তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকরা।

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মঘাতী হয়েছে কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রী। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই থানা এলাকার পূর্ব গণকী এলাকায়।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীর সঙ্গে অপর এক যুবকের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘ তিন বছর ধরে প্রণয়ের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ওই যুবক প্রেমের সম্পর্ক অস্বীকার করে। তাতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ওই কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। জানা গেছে ওই প্রতারক যুবকের বাড়ি বিলোনিয়া। প্রতারকের নাম সৈকত রায়। এব্যাপারে মৃত কলেজ ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে খোয়াই থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কলেজ ছাত্রীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে কলেজ পড়ুয়া ওই ছাত্রীর মা একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তিনিও সন্ধ্যারতে বাড়িতে ছিলেন না। কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী একা বাড়িতে ছিল।পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হতাশাগ্রস্ত কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মেয়েটির মা বাড়িতে ফিরে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানীরবাজারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। রানিরবাজার থানা এলাকার তুলনায় এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। তার নাম রবীন্দ্র চৌধুরী।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, রানির বাজার থানা এলাকার তুলা কোনার বাসিন্দা রবীন্দ্র চৌধুরীর পরিবারের গত বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক কলহ চলছিল। সাম্প্রতিককালে এই কলহ চরম আকার ধারণ করে।কলহের জেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় রবীন্দ্র চৌধুরী নামের ওই ব্যক্তি।বাড়ির পাশেই জঙ্গল থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে যুবক খুনে ধৃত এক সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। যুবক খুনের ঘটনায় পুলিশ একজন-কে গ্রেফতার করেছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়েছিল পুলিশ। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর সাতসকালে রক্তাক্ত জনৈক যুবককে নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন। মৃত যুবকের নাম অভিজিৎ পোদ্দার। তিনি আগরতলা গান্ধীঘাট এলাকার বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার সকালে রাধাপুর থানাধীন কলাবাগান বেলবাড়ি এলাকায় এক যুবককে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় রাধাপুর থানায়। খবর পেয়ে রাধাপুর থানা এবং জিরানিয়া থেকে দমকল বাহিনী ছুটে যায়। তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় পুলিশ আজ এক যুবক-কে গ্রেফতার করেছে। এ-বিষয়ে এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, অভিজিৎ পোদ্দার খুনের ঘটনায় পুলিশ সাগর দাস নাম এক যুবক-কে গ্রেফতার করেছে। সাথে একটি গাড়ি ও বিভিন্ন রকমের জিনিস পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। শুধু তাই নয়, কিছু ভিডিও ফুটেজও উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়েছিল। আদালত পুলিশের ওই আবেদন মঞ্জুর করেছে।

বিদ্যুৎবাবু বলেন, রাধাপুর থানার পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত করছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

বিভিন্ন দাবীতে পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। গণতন্ত্র হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। দলের পক্ষ থেকে চার দফা দাবিতে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর সদর কার্যালয়ে মঙ্গলবার ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমরা বাঙালি দলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সাংগঠনিক সভা সমাবেশ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে।

ডেপুটেশন ও মিছিল উপলক্ষে আয়োজিত জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালি রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ পাল বলেন বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করতে গিয়ে আমরা বাঙালি দল আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন পুলিশের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিয়ে সভা

করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। মোহনপুরে এবং চরিলাম এ সভা করতে গিয়ে তারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানান।শাসক দলের দুর্বৃত্তরা তাদের সভা ভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাদের ওপর আক্রমণ চালায় শুধু তাই নয় আমরা বাঙালি দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিড়ে দেয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এ ধরনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেচারথল এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের। রেলে কাটা পড়ে মৃত ছাত্রের নাম দিপতনু দেব। জানা গেছে দুই বন্ধু মিলে রেল লাইন পারাপার হওয়ার চেষ্টা করলে রেল এসে পড়ে।

এক বন্ধু রেল পথ পেরিয়ে যেতে সক্ষম হলেও অপর বন্ধু রেলপথ পার হতে পারেনি।ফলে রেলে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দীপ্তনু দেব নামে নবম শ্রেণির ছাত্রের। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী চাকুরীতে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে বাংলা বা ককবরক ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি দপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নতুন নিয়োগ নীতি রয়েছে তাতে একটি নতুন ধারা সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ধারা অনুসারে এখন থেকে চাকরি প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে বাংলা বা ককবরক ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে। এরজন্য মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষায় কিছু নম্বর রাখা হবে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারের স্পনসর করা বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি মুকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, সরকার স্পনসর বিভিন্ন প্রকল্প যেমন কে সি সি, পি এম কিষাণ, স্বসহায়ক দল, প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম, স্বাবলম্বন, প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেণ্ডর আত্মনির্ভর নিধি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা, চিফ মিনিস্টার বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা, ডেয়ারি শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে গেলে ঋণ গ্রহীতাকে ১০ টাকার বা ৫০ টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হতো। আজকের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে সরকারের স্পনসর করা উক্ত প্রকল্পগুলিতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটির প্রয়োজন হবে না।

তিনি জানান, গত ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পগুলিতে মোট ২ লক্ষ ২১ হাজার জন ঋণ নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কাউকে ১০ টাকা বা ৫০ টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়েছে। এই স্ট্যাম্প ডিউটি ছিলো রাজ্য সরকারের আয়ের একটা উৎস। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্ট্যাম্প ডিউটি মুকুব করার সিদ্ধান্তের ফলে গত বছরের হিসেবে অনুসারে রাজ্য সরকারের বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আগর চাষ নিয়ে তৎপর দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর।। বহু মূল্যবান আগর গাছ থেকে আগামী সাত বছরে দুই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হবে। সোমবার উত্তর জেলা সফরে এসে এই বক্তব্য রেখে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের চব্বিশ ঘন্টার ভিতরেই বন দপ্তরের স্টেইট ডাইরেক্টর সহ ডিএফওরা উত্তর জেলার কদমতলায় আসেন।

কদমতলা ব্লকের ব্লক আধিকারিক কমল দেববর্মার অফিস রুমে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে মিলিত হন আধিকারীকরা। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন কদমতলা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব মহোদয়। বৈঠকে সানীয় আগর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আগর ব্যবসা সম্বলিত বিভিন্ন অভিযোগ শুনেন। আগরের ১ জন মাত্র লাইসেন্স ধারী ব্যবসায়ী রয়েছেন রাজ্যে।

আগামী কিছু মধ্যে ১২ টি লাইসেন্স প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন উপস্থিত আধিকারীকগন। তাছাড়া ট্রি রেজিষ্ট্রেশন, কাটিং পারমিশন সহ বিভিন্ন অসুবিধা গুলি তুলে ধরলে তা দ্রুত নিরসন করা হবে বলে জানান। ত্রিপুরার আগরকে বাণিজ্যি মুখী করতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহন করছেন কিন্তু দপ্তরের একাংশ আধিকারিক সেই প্রক্রিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি করছেন। মুলত আগর উত্তর জেলায় বেশী পাওয়া যায়।

কিন্তু শুধু মাত্র বনদপ্তরের ঢিলেমির কারণে ত্রিপুরার অর্থনিতিতে যুগান্ত স্থাপনকারী উদ্যোগ মার খাচ্ছে। অথচ কদমতলায় আন্তর্জাতিক মানের আগরের বাজার তৈরী হবে। ত্রিপুরার আগর বিদেশ যাবে এটা ছিলো ভোট প্রতিশ্রুতি। মুখ্যমন্ত্রী না ভুললেও দপ্তর আগরকে নিয়ে সঠিক দিশায় কাজ করছে না।এখন দেখার বিষয় রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়ন করতে সফল হন বনদপ্তর আধিকারিক গন।

ভারতকে আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে ফ্রেট করিডোর ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ভারতকে আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে ফ্রেট করিডোর। ব্যবসায়ী হোক অথবা কৃষক এবং ভোক্তা, সকলেই ফ্রেট করিডোরের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরের নিউ ভাউপুর-নিউ খুর্জা শাখার উদ্বোধন করার পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের একটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, একইসঙ্গে দুর্দান্ত যোগাযোগও দেশের অগ্রাধিকার। এই চিন্তাভাবনা নিয়েই বিগত ৬ বছরে ভারতে আধুনিক কানেকটিভিটির

কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে করা হচ্ছে। আমাদের দেশে যাত্রী ট্রেন এবং মালগাড়ি একই রেললাইনের উপর দিয়ে যায়। মালগাড়ি ধীর গতিতে চলাচল করে। মালগাড়িকে রাস্তা দেওয়ার জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রী ট্রেন, এর ফলে যাত্রী ট্রেন এবং মালগাড়ি উভয়ই দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছয়। এই বিশেষ করিডোরগুলির সাহায্যে যাত্রীবাহী ট্রেন যথাসময়ে চালানো নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ফ্রেট করিডোর আত্মনির্ভর ভারতের অনেক বড় মাধ্যম। ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে এই ফ্রেট করিডোর। ব্যবসায়ী হোক অথবা কৃষক এবং ভোক্তা, সকলেই উপকৃত হবেন।

এই ফ্রেট করিডোর থেকে কিসান রেলও উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ট্রেন তৈরি করার পাশাপাশি রফতানিও করছে ভারত।

বিগত ৬ বছরে রায়বেরেলি মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি ৫ হাজারের বেশি নতুন রেলওয়ে কামরা তৈরি করেছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৮২ ◘ ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ◘ ১৪ পৌষ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

হুংকার

জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ভুল প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিলে সত্য যে প্রবেশের পথ পাইবেনা এই কথাটি রাজনীতির কারবারীদের মনে করাইয়া দেওয়া ভালো। ভারতীয় রাজনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি দিনে দিনে স্বাধীনতায় পর্যবসিত হইতেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শহীদ সম্পর্ককে দেশের ভিতরে স্বদেশ মূলক সংকীর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে।উত্তেজনা বস্তুটি এমন এমনই , যার জন্য নিত্য নিয়মিত তুষের আগুন জ্বালাইয়া রাখা প্রয়োজন। নতুবা তাহা ঝিমাইয়া পড়িবে।জাতীয় স্তরে উত্তেজনা ঝিমাইয়া পরিলে সাধারন মানুষ সরকারের নিকট হইতে কি পাইলো আর কি পাইলো না তার হিসাব কষতে শুরু করিবে। বয়কট শব্দটি চিরকালই উত্তেজনা প্রদায়ী।একথা অনস্বীকার্য যে, অপরের নির্মিত বস্তু সামগ্রী গ্রহণ না করিবার মধ্যে মহা আত্মতৃপ্তি জাগিয়া উঠে। মাদক সেবনের তৃপ্তির মত ধাপে ধাপে সেই তৃপ্তিকে বাড়ানো যায়। প্রথমে বিলিতি বর্জন ,তাহার পরে বিলিতি দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ, যাহারা ব্যবহার করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের ওপর বল প্রয়োগ করা ইত্যাদি বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে হুংকার জানাইবার অন্যতম পন্থা হিসেবে বিবেচিত হইয়া থাকে। দলবদ্ধভাবে এই কাজ করিলে নিজেদের বেশ স্বদেশ সেবক বলিয়াও বোধ হয়।এই ক্ষেত্রে স্বদেশের নামাবলী গায়ে থাকে বলিয়া কেহ গুন্ডামি বলিবে না ,বরং গুন্ডামি দেখাইয়াও ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দস্তুর মত এইসব বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশি দ্রব্য বর্জনের বিষয়ে বলিতে গিয়া তাহার বিপত্তি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।তিনি বলিয়াছিলেন ন্যাশনাল এডুকেশন এর নামে যদি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্জন করা হয় তাহা হইলে তো পিছন দিকে অগ্রসর হইবার পথ প্রস্তুত হইবে। তাই তাহার বিশ্বভারতী স্বদেশকে যেখানে গ্রহণ করিবার সেখানে গ্রহণ করিয়াছিল। বিদেশকে কুলার বাতাস দিয়া দূর করে দেয় নাই।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ধরনের মানসিকতার জন্য সেই সময়ে বিস্তর মানুষ তাহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হইল সেই ট্রাডিশন আজও চলিতেছে।এখনো স্বদেশের নামে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদলে সহসা তেজস জ্যোতিষ আর ভেষজ ঔষধকেই যথার্থ ভারতীয় বলিয়া গর্ব করা হইতেছে। আমাদের দেশে এখন বিলিতি বয়কট ও বিলিতি পোড়ানোর উৎসব চলিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে এই ধরনের উৎসব চালাইলে দেশের উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হইবে কি। এই কথা অস্বীকার করা যাইবে না যে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করলে দেশীয় দ্রব্যের মূল্য অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাইবে। দেশীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে হয়তো

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তেমন কোনো অসুবিধা হইবে না।কিন্তু গরিব মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইবেন। কেননা বিদেশি দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করিলে দেশে চাহিদামত বিভিন্ন সামগ্রির যোগান মিলবে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া একাংশের কালোবাজারি এবং মুনাফা ধারী ব্যবসায়ী মানুষের পকেট কাটিয়া রোজগার করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিবেন।নিজের দেশে বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদা মত উৎপাদন করিবার প্রয়াস গ্রহণ না করিয়া বিদেশি দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করি বর সিদ্ধান্ত যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারেনা।এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে শুধুমাত্র বিদেশি বর্জন করলেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হইবে না। শুধুমাত্র বিদেশি দ্রব্য বর্জন করলেই দেশের অর্থনীতি বাচিবে না।

সবচাইতে বড় কথা হইলো দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিয়া বিরোধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাইতে পারে, কিন্তু পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের কোন পথ বাহির করিয়া নিতে পারে না। এসব বিষয় মাথায় রাখিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলিকে উন্নয়নের মুখপানে তাকাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যতীত কোন দেশে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাইতে পারিবে না। এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিয়াইউন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এটাই হবে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম সোপান।

কেন্দ্রের গরিষ্ঠাতার গরিমা ও আজকের কৃষকদের দীর্ঘায়িত আন্দোলন

মনোজকুমার হালদার

এইতো সেদিনের কথা, গতবছর ২৪ নভেম্বর দশম কমনওয়েলথ্ যুব সংসদ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বর্তমান লোকসভা মাননীয় স্পিকার ওম বিড়লা বলেছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন হল বিরোধী মত শোনা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। যার মূল নীতিই হল আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেগুলি হল সংসদীয় গণতন্ত্রের আত্ম।যার কমবেশি প্রতিধ্বনি শোনা গেল ১০ ডিসেম্বর ২০২০। নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস করতে গিয়ে কেন্দ্রে শাসক দলের নেতা তথা ভারতের সাংবিধানিক পদে আসীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষণে। তিনি বললেন, গণতন্ত্র ভারতের একটি সংস্কার, জীবনের মূল্য, জীবন পদ্ধতি, জাতীয় জীবনের আত্মা। আবার গুরুনানককে উদ্ধৃত করে স্মরণ করলেন, এখানে মতভেদের জায়গা থাকবে কিন্তু যোগাযোগও থাকবে। এই দুই বক্তব্যের মাঝের সময়ে রাজনীতির অনেক ঘটনার মধ্যে সংসদে পাশ হওয়া তিন তিনটি কৃষি আইন ও তার বিরোধিতার প্রকৃতি যেন শাসকের বিশ্বাস ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে যোজন ফারাক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কৃষি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমে অর্ডিন্যান্স জারি ও তারপরে অতি দ্রুততায় একসাথে তিনটি কৃষি আইন সংসদে পেশ ও পাশ করিয়ে নেয় শাসক দল শুধুমাত্র সংসদে গরিষ্ঠাতার জোরে। বিতর্কিত তিনটি বিল ১৪ সেপ্টেম্বর লোকসভা উত্থাপন করা হয় এবং সকল প্রক্রিয়া শেষ করে ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতিসূচকনত স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই স্বল্প সময়ে সংসদে বিলগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা, বিতর্কের পরিসর তৈরি হলেও তা গ্রাহ্য হয়নি। গ্রাহ্য হয়নি, বিলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবও। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সংসদ তথা জনগণের নামে।

গরিষ্ঠতাদর্পী শাসকের এই রূপ ভারতে কোনও নতুন বিষয় নয়। ১৯৭৫-এর ইন্দিরার জরুরি অবস্থা জারি কিংবা পরিশ্চমবঙ্গে বান শাসনে সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২৩৫ আর শুধু ৩৫এর আমরা ওরা'র ব্যাখ্যানের সাথে মোদি সরকারের দ্বিতীয় সংস্করণের অমিল খোঁজা কঠিন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই প্রশ্ন তুলেছে। বিরোধীরা। সংসদীয় গণতন্ত্রে সবল বিরোধী কণ্ঠের অনুপস্থিতি কিংবা তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দুর্বলতা শাসকের ক্ষমতার আস্ফালনের বিরোধিতা করতে না পারলেও সেই বিরোধিতা হারিয়ে যায় না। অপেক্ষায় থাকে প্রকাশের যে প্রকাশ এক নতুন আঙ্গিকে গোটা দেশ প্রত্যক্ষ করতে গত একমাস সময় ধরে। রাজনৈতিক

গলগুলিকে পিছনে ফেলে প্রতিবাদের অগ্রভাগে অরাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠী শাসকের চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদের ভাষা শানিত করছে। তারা রাস্তায় বসা ৩৫টি কৃষক সংগঠন। সংসদে তাদের কোনও আসন নেই, তারা বিরোধী দলও নয়, তাদের প্রতিবাদ তাদের নিজেদের জন্য।

ভারতীয় রাজনীতিতে এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা দেখাটাই ছিল দস্তুর। কিন্তু ভারতের বর্তমান রাজনীতির ভরকেন্দ্র দিল্লির কৃষক আন্দোলনে অন্য ইতিহাস লেখার স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

দিল্লির রাস্তায় কৃষক সংগঠনলির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এবিষয়ে দুর্বলতা বা ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। তার কারণ, নতুন কৃষি আইনে কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষি, কিষাণ ও তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত বিপুল সংখ্যক ও মানুষের স্বার্থ কতখানি রক্ষা করবে, সে প্রশ্নে বিরোধী সাংসদেরা সংসদের ভিতরে বিরোধিতার সুর চড়িয়েই তাদের দায় মিটিয়েছে। কৃষি আইন পাশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিরোধিতায় কার্যত ইতি টেনেছে তারা। কিন্তু যে যুক্তির উপর ভিত্তি করে সংসদে তারা বিলের বিরোধিতা করল বিল পাশ হয়ে গেলেই কি সেই যুক্তি মূল্য হারায়? প্রশ্ন এখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তারপরে সেই প্রশ্নে সংসদের বাইরে তাদের আন্দোলন আরও জোরদার করল কোথায়?

এ বিষয়ে কোনও বড় আন্দোলন শাসককে নাড়িয়ে দিতে পারেনি। যেটুকু জিইয়ে রেখেছে তা উত্তর ভারতের কিছু কৃষক সংগঠন, বলা ভালো পাঞ্জাবের কৃষক সংগঠনগুলি।

বর্তমানে যে ৩৫টি কৃষক সংগঠন তাদের দাবিতে অবস্থান করছে তাদের মধ্যে ৩১টি শুধুমাত্র পাঞ্জাবের, বাকিগুলি হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশের। লক্ষ্যণীয়, তাদের মধ্যে মাত্র ১০টি সংগঠনের কোনও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংযোগ বা স্বীকৃতি আছে আর ওই সংগঠনগুলির মধ্যে ছ'টিই বাম মনোভাবাপন্ন। সুতরাং বলাই যায় রাজনৈতিক দলগুলি এ নিয়ে আর তেমন উচ্চবাচ্চ করছে না কিংবা করতে পারছে না। বিরোধিতার এই শূন্যস্থান পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন(উগ্রহণ)। এই সংগঠনের আন্দোলনের মুখ দেশ আগেও দেখেছে। যার উৎপত্তি সাবেক পাঞ্জাব খেতিবাড়ি জমিনদার ইউনিয়নের হাত ধরে, পরিবর্তীকালে যার নামকরণ হয় পাঞ্জাব খেতিবাড়ি ইউনিয়ন হিসেবে। এই সংগঠনই ১৯৭৮ সালে চৌধুরি চরণ সিংয়ের হাতে রূপান্তরিত হয় ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন নামে। যার অন্যতম নেতা ছিলেন মহেন্দ্র সিং টিকায়েত। ১৯৮৮ সালে যাদের নেতৃত্বে বো ক্লাব র‍্যালি নামে কাজে লাগিয়ে তারা প্রত্যেকেই তাদের রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে মরিয়া। তার কারণ বছর ঘুরলেই পরিশ্চবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরলের মতো রাজ্যে বিধানসভা ভোট। সেখানে কমবেশি সব বিরোধী দলগুলির শক্ত প্রতিপক্ষ হতে চলেছে বিজেপি। ঠিক সেই কারণকে মাথায় রেখে বিজেপিকে কতটা কোণঠাসা করা যায়, সেটাই তাদের কাছে মুখ্য কারণ হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাম, কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানও ওই একইভাবে যুক্ত। অর্থাৎ শুখু কৃষি আইন বা তার বিরোধিতা এখন গৌণ, মুখ্য কারণ অবশ্যই শাসক দলের বিরোধিতা করা ।

কৃষক আন্দোলন দেখেছে দেশ। ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন পরবর্তীতে বিভাজিত হয়, যাদের মধ্যে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন (উগ্রহণ অন্যতম বৃহৎ সংগঠন।

দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও এই সংগঠনের নেতৃত্বে যারা দিল্লি তথা দেশের রাজনীতি গরম করে রেখেছেন এখন তাঁদের কাছেই একে এক রাজনৈতিক দলগুলির আনাগোনা বেড়ে চলেছে। কারণ খুব স্বাভাবিক --- রাজনৈতিক ক্ষমতার সূক্ষ সমীকরণ, বর্তমানের এই আন্দোলনকে

কৃষি আইন ইস্যুতে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির যৌথমঞ্চ গঠিত না হলেও নিজেদের স্বার্থে শাসক বিরোধিতার তাগিদ তাদের ছিলই। কৃষি আইনের বিরোধিতার মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে সরকার বিরোধী দলগুলি নিজেদের সংগঠিত করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না সেটাই স্বাভাবিক। ভারতের কৃষক ও কৃষিনির্ভর মানুষ সেকথা কতখানি বুঝবে, সেটাই এখন দেখার। তবে একথা খুব পুরিস্কার, কৃষকদের স্বার্থরক্ষা বনাম ক্ষমতার রাজনীতি, দলগুলির নিজেদের প্রাধান্য দেবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সরকারি দলের চরম গরিষ্ঠাতা যে প্রতিস্পর্ধা রাজনীতির রসদ জোগান দিচ্ছে তাতে করে সংসদের ভিতরে বিরোধী দলের বিরোধিতার সুযোগ কমেছে। উপরন্তু সরকার বিরোধী দলগুলির নিজ নিজ আদর্শ তথা ক্ষুদ্র স্বার্থ, স্বার্থের ভিন্নতা কিংবা পারস্পরিক বিরোধিতা শুধু কৃষি আইনই নয়, জনবিরোধী কোনও কার্যপন্থার কার্যকরী যৌথ প্রতিবাদ করতে আজ অক্ষম। তাহলে কি প্রতিবাদের, বিরোধিতার কোনও পথ খোলা রইল না? এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় খোঁজা শুরু হবে আজকের এই কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। শুধু সরকার বিরোধীরাই নন, সরকার নিজেও হয়তো আলোচনা বিতর্কের পথ খোলা রাখার বিকল্প পথের সন্ধানে রত। তার প্রতিফলন দেখা গেল কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা। যে আলোচনার হয়তো প্রয়োজন হত না সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সংসদে আলোচনা, বিতর্কের পরিসর যদি গরিষ্ঠাতার গ্রাসে নিমজ্জিত না হত। আশা জাগায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে গণতন্ত্রে মতভেদের পাশাপাশি যোগাযোগ পরিসরের সীকৃতি। আগামীতে এই বিশ্বাস ও বাস্তবায়নের ফারাক যত দ্রুত কমবে ততই বহুমতের ভারতীয় গণতন্ত্র ভারতের জাতীয় জীবনের আত্মায় পরিণত হবে। গরিষ্ঠাতার গরিমায় আতঙ্কিত হবে না দেশ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণের রাতে যাতে অযথা ভিড় না হয়, প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.): ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি যাতে অযথা ভিড় না হয়, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। এই মর্মে মঙ্গলবার নির্দেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন মৌসুমী ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

দুর্গাপুজো কালীপুজো তে যাতে ভিড়ের ফলে সংক্রমণ বৃদ্ধি না হয় সেই কারণে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মোতাবেক কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিলেন পুজোর মন্ডপে জনসমাগম করা যাবে না। সেই ধারা বজায় রেখে ফের একবার বর্ষশেষে এবং বর্ষবরণের রাতে যাতে শহর জুড়ে ভিড় না হয় সেই কারণে ফের একবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি জানান, ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি যাতে অযথা ভিড় না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে প্রশাসনকে।

এই ভিড় এড়ানোর জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাইরে বেরোলে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এদিন বলেন, বড়দিনের দিন পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট-সহ সংলগ্ন এলাকায় যে ভিড় দেখা গিয়েছে, তা সত্যিই চিন্তার। এভাবে মাস্ক ও নিয়মবিধির তোয়াক্কা না করে যেভাবে মানুষ বাইরে বেরিয়েছেন তা যথেষ্টই উদ্বেগের। সেই কারণেই প্রশাসনকে এই নির্দেশ দেওয়া হল। যাতে উৎসবের আনন্দে মানুষ আচরণবিধি ভুলে অসুস্থ না হয়ে পড়েন।

আদালত জানিয়েছে, বড়দিনে কলকাতার রাস্তার ভিড় দেখেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা অক্ষরে অক্ষরে বর্ষশেষেও পালন করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, ভিড় এড়াতে সুয়ো মোটো মামলা করা হয়েছিল। তাতেই এদিন এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

বকেয়া বেতন, দুর্গাপুর পুরসভায় বিক্ষোভ শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাদের

দুর্গাপুর, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : তিন মাস বেতন অমিল। বকেয়া বেতনের দাবিতে পুরসভায় বিক্ষোভ দেখাল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকারা। বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর পুরসভায়।

ঘটনায় জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর পুরসভা ৪৩ টি ওয়ার্ডে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে ১৭৪ জন সহায়িকা রয়েছেন। প্রায় ২০ বছর ধরে কাজ করছেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত তিনমাস বেতন মিলছে না। ফলে চরম অনটনে দিন কাটছে। তাই বকেয়া বেতনের দাবীতে বিক্ষোভে সামিল হতে বাধ্য হয়েছি।' তাদের অভিযোগ,পুরসভার ফিনান্স বিভাগের আধিকারিকের গাফিলতির কারনে অনিয়মিত বেতন মিলছে। জেলা থেকে বেতন চলে আসলেও এখনও তাঁদের বেতন মেটাচ্ছে না পুরসভার ফিনান্স দপ্তর। একাধিকবার বেতনের দাবি করেও মেলেনি বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ হয়ে এদিন সহায়িকারা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখান। শেষপর্যন্ত পুরসভা থেকে আশ্বাস মিললে বিক্ষোভ উঠে যায়। পুরসভার শিক্ষা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অঙ্কিতা চৌধুরী বলেন, আমাদের কাছ থেকে বেতন দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

আরব বসন্তের এক দশক

প্রবীর মজুমদার

বিপ্লবের দুরন্ত ঘূর্ণি হয়ে এসেছিল আরব বসন্ত। উষর মরুর বুকে ফুটেছিল গণজাগরণের রক্ত গোলাপ। যে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবী জুড়ে। উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট আগুনের ফুলকি থেকে বিক্ষোভের দবানল ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত আরব ভূখণ্ডে। পতন ঘটেছিল বহু নেমে এসেছিল পথে।

আরব বসন্ত শুরু হয়েছিল ১৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তিউনিসিসিয়ায়। সে দেশের সিদি বাওজিদ এলাকার ফুটপাথের সবজি বিক্রেতা মোহাম্মদ বাওয়াজিজি পুলিশের দুর্নীতির প্রতিবাদে নিজের গায়ে আগুন ভেলে আত্মহতি দেন। সেই ঘটনা থেকে জন্ম আরব বসন্তের। ২৬ বছর বয়সী ওই যুবকের সারা দেশে। তিউনিসিয়ার মানুষ শুরু করে আন্দোলন। তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন দেশের রাষ্ট্রপতি জয়নাল আবেদিন বেন আলি। দুই দশকেও বেশি সময় ধরে চলা বেন আলির শাসনের অবসান ঘটে। তিউনিসিয়ার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে বাহরিন, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে।

বাহারিনে আরব বসন্তের ছোঁয়া লেগেছিল ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। আন্দোলনের মুখে সরকার তখন তাৎক্ষণিক কিছু সংস্কারের কথা জানায়। এতে ক্ষমতাসীনদের গণদিচ্যত হতে হয়নি। কিন্তু আন্দোলনকারী বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের চরম নির্ধাতনের শিকার হতে হয়।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তুমুল গণ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় মিশরের তৎকালীন মিশরীয় রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারককে। কিন্তু ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় আন্দোলনকারীদের দমনে ব্যাপক ধরপাকড় চালান। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ৮০০ আন্দোলনকারী নিহত হন এবং ৬০০০-এর বেশি লোক আহত হন। মোবারকের পতনের পর দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন মুসলিম ব্রাদারহুডের মোহম্মদ মুরসি। তবে গণতন্ত্রের সেই ধারাবাহিকতা আর থামেনি। তীকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনা সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হন সাবেক সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহআলসিসি। সিমি'র ক্ষমতারোহণকে কেন্দ্র করে আবার উত্তাল হয়ে ওঠে মিশর। আরব বসন্তের এক দশক তবে বেশ শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দেন সিসি। মুরমি সহ মুসলিম ব্রাদারহুডের বহু নেতাকে বন্দি করা হয় এমনি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। ২০১১ সালে লিবিয়াতে তৎকালীন নেতা মুয়াম্মার গদ্দাফির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সেই বছরের অক্টোবরে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর দেশটিতে অনেক সশস্ত্র গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। এখন সেখানে জোর যার সবকিছু ভেঙে পড়েছে। দেশজুড়ে চরম বাস্তচ্যত হয়ে শরণার্থী জীবন বেছে নিতে দেশ গঠনের নামে। আইএসকে নিয়ে তোলপাড় হয় বিশ্ব রাজনীতি প্রথম দিকে পায়। আইএস দমন করতে সিরিয়ায় বিমান হামলা চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আবার আমাদের পক্ষ নিয়ে আইএস দমনে সিরিয়ায় বিমান হামলা চালায় রাশিয়া। রাষ্ট্রসংঘের আলি আবদুল্লাহ্ সালেহ সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেন। প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে গিয়ে ওই বছরের মার্চে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত পঞ্চাশ জন নিহত হন। সরকারের দমনপীড়নে শত শত মানুষ প্রাণ হারান। ২০১৪ সালে সৌদি সরকারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোটের সঙ্গে সমঝোতায় সালেহর গদি বাঁচে। পাশাপাশি, দেশে উান ঘটেছে হুতি বিদ্রোহীদের, নিয়েছে। অপুষ্টি, দারিদ্রের চরমসীমায় পৌঁছে গেছে দেশের সাধারণ মানুষ। আজও চলছে সৌদি নেতৃত্বে হুদি দমন অভিযান।

যেসব দেশে আরব বসন্ত এসেছিল পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে, সেসব দেশে কার্যত কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। বিভেদ সংঘাত আরও বেড়েছে, বেড়েছে জনগণের হতাশা আর রক্তপাত।

এক দশক আগেকার ডিসেম্বর জানুয়ারিতেই ফুটেছিল আরব বসন্তের ফুল। এই বিপ্লবের মাধ্যমে আরব বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল গণজাগরণ। সেই জাগরণের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল স্বৈরশাসকের লৌহ আসন। আরবরা স্বপ্ন দেখেছিল --- বেকারত্ব, ঘুষ, দুর্নীতি, নিপীড়ন, বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে আসবে গণতন্ত্র। দুর্বিনিত শাসকদের যুবকণ্ঠে আর বলি হতে হবে না। সাধারণ মানুষকে।

কে জানত, এক দশক পরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে আরব জনগণের সেই স্বপ্ন? শুকিয়ে মরীচিকা হবে আরব বসন্তের ফুল? বরং যে আশা নিয়ে বিপ্লবের উন্মেষ ঘটেছিল, তা আজ সুদুরে বিলীন। এতদিনে এটাও পরিষ্কার যে এই বিপ্লব আসলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আসেনি। বরং তা ছিল গণতন্ত্রে ধ্বজা উড়িয়ে পশ্চিমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা। অস্ত্র ব্যবসা করতে এবং তেল আমদানির সুবিধা নিতে এতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ইউরোপ এবং আমেরিকার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিদেশি মানবিক হস্তক্ষেপ বিভিন্ন দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। সন্ত্রাস বাড়িয়েছে। বিদেশি সামরিক হস্তক্ষেপ কেবল সমস্যাই বাড়ায়, কোনও সমাধান আনতে পারে না।

কিন্তু এক দশক পরে পিছন ফিরে তাকালে কী মুল্যায়ন হবে, এই আন্দোলনের? এটি কি মরে গেছে, নাকি নতুন করে ডালপালা গজাচ্ছে?

বিভিন্ন দেশে আন্দোলনটিকে দুর্বল করার জন্য সরকার পক্ষের গুজব, সন্দেহ অবিশ্বাস ও নানা অসত্য বক্তব্য তুলে ধরা হয়। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলিও জনগণকে অন্ধকারে রাখে। তবে একই সঙ্গে অনলাইনে বিভিন্ন গুজব ও ভুয়ো প্রচার আন্দোলনকে দুর্বল করে।

আবার বসন্ত অন্য একটা কারণেও উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। আরব বসন্তকে দেখা হয় প্রথম স্মার্টফোন বিপ্লব হিসেবে। আরবের বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ স্মার্টফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিপ্লবের বার্তা। তবে করোনায় কাবু ২০২০ সালে আরব বিশ্বের কিছু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আন্দোলনের দিকে তাকালে মনে হয় এখনও মরে যায়নি আরব বসন্ত। এখনও কিছু দেশে এর উপস্থিতি আছে। বর্তমানে আলজেরিয়া, ইরাক, সুদান এবং লেবাননে চলছে আরব বসন্তে অনুপ্রাণিত আন্দোলন। ইরানেও অর্থনৈতিক মন্দা এবং দারিদ্র থেকে মুক্তির দাবিতে একাধিকবার আন্দোলন দেখা গেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলা পুলিশ সদর কার্যালয়ের সামনে ডেপুটেশন প্রদান আমরা বাঙালির কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

স্বনির্ভর সুমন রুদ্রপালের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যে স্বরোজগারের সাথে যুক্তদের সব সময় উৎসাহ দিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। স্বরোজগারের মাধ্যমে যারাই স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের উৎসাহিত করতে কখনও কখনও তাদের বাড়িতেও ছুটে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বিকেলে লঙ্কামুড়ায় এমনই একজন শিক্ষিত যুবক সুমন রুদ্রপালের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সুমন রুদ্রপাল বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। আগরতলার লঙ্কামুড়ার পাল পাড়ায় সুমন রুদ্রপালের বাড়ি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ লঙ্কামুড়ার পাল পাড়ায় গিয়ে তার সাথে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বায়োফ্লক পদ্ধতিতে সুমন রুদ্রপালের মাছ চাষের ব্যবস্থাপনা, মাছ চাষের জন্য তৈরি ট্যাঙ্ক ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় উদ্যমী যুবক সুমন রুদ্রপাল মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, তিনি এম বি এ পাশ করেছেন। কিন্তু সরকারি চাকরিকেই তিনি জীবনে সফলতার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে মানতে চাননি। স্বরোজগারের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে চেয়েছেন তিনি। তাই গত দেড় বছর ধরে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সুমন রুদ্রপালের স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতার প্রশংসা করেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। সুমন রুদ্রপাল মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, বর্তমানে তিনি কই, তেলাপিয়া এবং শিং মাছ চাষ করছেন। তিনি আরও জানান, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার ক্ষেত্রে জলাশয়ের তুলনায় মাছের খাবার কম লাগে। প্রতি তিনমাস অন্তর মাছ বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী মাছের দাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, প্রতি কেজি তেলাপিয়া পাইকারি হিসেবে ১৫০ টাকা করে বিক্রি করছেন। পরে তার পরিবারের লোকজনদের সাথেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন বিকেলে দক্ষিণ নারায়ণপুরের শ্রীপল্লি খেলার মাঠ সংলগ এলাকা পরিদর্শন করেন। ঐ এলাকার মানুষ সেখানে একটি বর্ডার হাট ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা শ্রীপল্লির খেলারমাঠ সংলগ স্থানে দুটি বড় খোলা শেড এবং ছয়টি স্টল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেগুলিও ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

বগাফায় ধানের চারা রোপনের অত্যাধুনিক মেশিন প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ ডিসেম্বর।। বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে মনু জমাতিয়া পাড়ায় ধানের চারা রোপনের অত্যাধুনিক মেশিন প্রদর্শন করাহয়। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে কাজকরেযাচ্ছে। রাজ্য সরকারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বগাফা কৃষি আধিকারিকের উদ্দ্যোগে প্রতিনিয়ত নানানভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েযাওয়াহচ্ছে। বগাফা কৃষি দপ্তরের কৃষি আধিকারিক হিসাবে সুজিত কুমার দাস দায়িত্ব নেওয়ার পরথেকে তিনি মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে ধানের চারা রোপনের জন্য মনু জমাতিয়া পাড়ায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে উন্নত মানের মেশিন প্রদর্শনকরাহয়। কৃষকরা বিশেষ করে ধান চাষের সময় সঠিকসময়মতো শ্রমিক পাননা। যদিও কিছু শ্রমিক কাজ করতেচায় তাদেরকে অধিক মজুরি দিতেহয়। এতেকরে কৃষকরা লাভের মুখ দেখতে পাননা। তাই কৃষকদের কৃষি কাজে এগিয়েনিয়ে যেতে ও কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার জন্য আজকের এই কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে অল্প সময়ে কমপরিমানে শ্রমের মধ্যদিয়ে কি করে ধানের চারা রোপনকরাযায় তা দেখানোহয়।এইধরনের মেশিন বিগত দিনে শান্তির বাজার মহকুমার লোকজন দেখতে পাননি। বগাফা কৃষি আধিকারিকের প্রচেষ্টায় কৃষিকাজে আগ্রহ প্রকাশকরছে কৃষকরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষি আধিকারিক সুজিত কুমার দাস, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী মন্তু মগ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। কৃষি আধিকারিকের এইধরনের প্রচেষ্টায় খোবই খুশি শান্তির বাজারের কৃষকরা।

জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ওফিসের ১৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির নেতা তথা বিধায়ক সুজন দাসের নেতৃত্বে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানের আগে রাজধানী আগরতলা শহরে তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে জেলাশাসক অফিসের সামনে এসে সমবেত হয়।সেখান থেকে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক অফিসে গিয়ে জেলাশাসকের উদ্দেশ ১৪ দফা দাবি সনদ তুলে দেন।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবি গুলি পর্যালোচনা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুজন দাস বলেন গ্রামীণ ও শহরের এলাকায় বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।এইসব কর্মহীন লোকজনদের কাজের ব্যবস্থা করতে তিনি জেলা শাসকের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।বর্তমান সরকারের কাজ-কর্মের তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক শোধন দাস বলেন বাম আমলে রাজ্যে বছরে ৯৫ দিন এমজিএন রেগায় কাজ হতো।বর্তমান সরকারের আমলে কাজ কমে এসে দাঁড়িয়েছে বছরে ৪০থেকে ৪৫ দিন। শহর এবং গ্রাম সব জায়গাতেই কাজের পরিমাণ কমে গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।কর্মহীন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাতে অনাহারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।প্রতিটি মানুষের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে তিনি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।শুধু পশ্চিম জেলাতেই নয় রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি জেলা শাসকের কাছে এসব দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছেন বলে জানান সংগঠনের নেতা তথা বিধায়ক সুধন দাস।

সিদ্ধিআশ্রমে মহিলার চেইন ছিনতাই কান্ডে গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। আমতলী সিদ্ধি আশ্রম পল্লী এলাকায় এক বৃদ্ধার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করেছে ছিনতাইবাজরা। ঐ বৃদ্ধার নাম নীলিমা দে মজুমদার। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে নীলিমা মজুমদার নামে ওই বৃদ্ধা বাড়ি থেকে বের হয়ে বরদোয়ালি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলে দুই যুবক বাইক নিয়ে এসে তার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে চম্পট দেয়। ওই বৃদ্ধা মহিলার বাড়িতে এবং বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল। সিসি ক্যামেরায় চিত্র ধরা পড়েছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা চিৎকার করেন। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে আসেন। তবে এর মধ্যেই ছিনতাইকারীরা বাইক নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি আমতলী থানার পুলিশকে জানানো হয়।বৃদ্ধার সোনার চেইন ছিনতাইয়ের খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সিসি ক্যামেরায় ছিনতাইকারীদের চেহারা দেখে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত তাদেরকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে,। ছিনতাইকারীদের গ্রেফর এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ওই বৃদ্ধা মহিলা।উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এসব বিষয়ে পুলিশকে কঠোর মনোভাব গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

রাধামাধব উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। রাধামাধব উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক স্বাস্থ্য শিবির ও ছোটদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ পত্র প্রদান করা হয়।স্বাস্থ্য শিবির কে কেন্দ্র করে রাখতাম আদব উন্নয়ন সংঘ এলাকায় রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।এছাড়া এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।উদ্যোক্তারা জানান দীর্ঘ লকডাউনের পর একদিকে যেমন এলাকার মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে নানাভাবে বঞ্চিত রয়েছেন ঠিক তেমনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘর থেকে বের হতে না পারায় অনেকটাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এসব কথা মাথায় রেখেই রাধামাধব উন্নয়ন সংঘ স্বাস্থ্য শিবির এবং ছোটদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। আগামী দিনগুলিতে ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে তারা এগিয়ে আসবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। রাধামাধব উন্নয়ন সংঘের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে খুশি এলাকাবাসী।

বাংলাদেশের নবনিযুক্ত সহকারী হাইকমিশনারকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। আগরতলায় নিযুক্ত বাংলাদেশের সরকারি নবনিযুক্ত হাইকমিশনারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন।এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সহকারি হাইকমিশনারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।সম্বর্ধনা গ্রহণ করে আপ্লুত হয়ে বাংলাদেশের সরকারি হাই কমিশনার মোহাম্মদ জোবয়ের হোসেন বলেন ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের আত্মার সম্পর্ক চিরকালের।এই সম্পর্ককে আরও উন্নত করার জন্য সরকারি হাইকমিশনারের তরফ থেকে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার ওপরও বাংলাদেশের সরকারি হাইকমিশনার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স ব . ক া ি ব . হাইকমিশনার।বাংলাদেশের সরকারি হাইকমিশনারকে ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা তিনি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিরে দেখা ২০২০, বিষয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ

গুয়াহাটি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে করোনাভাইরাসের দাপাদাপির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২০। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে করোনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২০-এর ফ্ল্যাশব্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দুর্যোগ মোকাবিলা খাতে অসম, ত্রিপুরা-সহ দেশের সাতটি রাজ্যকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পৌরোহিত্যে উচ্চস্তরীয় কমিটি দেশের সাতটি রাজ্য যথাক্রমে অসমকে ৬১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, ত্রিপুরাকে ৬৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, হিমাচলপ্রদেশকে ২৮৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, কর্ণাটককে ১,৮৬৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশকে ১,৭৪৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্রকে ৯৫৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং উত্তরপ্রদেশকে ৩৬৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বন্যা, ভূমিধস এবং বৃষ্টিপাতে ক্ষয়ক্ষতির জন্য অতিরিক্তভাব এই টাকা বরাদ্দ করেছে।

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এদিন সন্ধ্যারাত ৬:১৭ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৫.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি-সহ প্রতিবেশী মেঘালয় এবং পার্শবর্তী অন্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা।

করিমগঞ্জ (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : চৈত্রের প্রথম ঘূর্ণিঝড় তছনছ করে দিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা সদর শহর-সহ পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি, দুল্লভছড়া, রামৃষ্ণনগর, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, এরালিগুল ইত্যাদি এলাকা। শহরের স্টেশন রোড, মেইন রোড-সহ বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে। শহরাঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে শহরের বিদ্যুৎ পরিবাহী বহু তার। একাধিক স্থানে বৈদ্যুতিক খুঁটিও ভেঙে পড়েছে। ফলে শহর সহ সমগ্র জেলা অন্ধকারে ডুবে যায়।

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : এদিন রাতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাকসা জেলার নাগ্রিজুলিতে সন্ধ্যারানি শর্মা নামের এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ওদালগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামে ঝড়ের দমকা হাওয়ায় আহত হয়েছেন তপন পাঠক নামের এক যুবক। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকটি গরু সমেত গৃহপালিত পশুর। করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শতাধিক বসতগৃহ ভূপতিত হওয়ার পাশাপাশি দুই ব্যক্তি গুরতর আহত হয়েছেন।

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিল (হি.স) : দুসরা বৈশাখ বুধবার দুপুরে প্রচণ্ড ধুলো ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে পড়ে গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে উত্তর গুয়াহাটির টিলিংগাঁও এবং ভরলুর মধ্যবর্তী স্থানে দুটি নৌকাডুবি হয়েছে। নৌকা দুটিতে চারজন জেলে ছিলেন। তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পাথারকান্দি (অসম), ১১ মে (হি.স.) : আচমকা ঝড় ও বৃষ্টিপাত, সঙ্গে গগনবিদারি বজ্রপাতে একটি গৃহপালিত মহিষের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানা এলাকার লোয়াইরপোয়ার ডেঙ্গারবন্দ গ্রামে সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ।

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : একদিকে করোনার প্রকোপ। তার ওপর নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে অসম। ইতিমধ্যে রাজ্যের চারটি জেলার দশ হাজারের মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। এ বছরের প্রথম বন্যায় প্রভাবিত হয়েছে প্রায় ২৩ হাজার পশুসম্পদ। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বন্যায় আক্রান্ত এলাকায় উদ্ধার অভিযান চালানো এবং ত্রাণ সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্যের চার জেলার সাতটি মহকুমার বহু গ্রাম ইতিমধ্যে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সে অনুয়ায়ী উজান অসমের লখিমপুর জেলার তিনটি মহকুমা, নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার দুই, মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলা এবং দরং জেলার একটি করে মহকুমার ৪৬টি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে।

গুয়াহাটি, ২৫ মে (হি. স.) : করোনা সংকটের মধ্যেই এদিন রাত ৮টা ১২ মিনিটে মণিপুরে ৫.৪ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে। অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও কম্পনের অনুভূতি হয়েছে আজ রাত ৮টা ১২ মিনিটে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্তে।

শিলচর (অসম), ২ জুন (হি.স.) : একে করোনা-আতঙ্ক, তার ওপর ভারী বৃষ্টিপাত, সঙ্গে ভূমিধসের বিপর্যয়। এমনই এক হৃদয়বিদারক ঘটনায় বরাক উপত্যকার তিন জেলায় ভূমিস্থলনে দশ (১০) শিশু ও নয় (৯) মহিলা সহ মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। অবিরাম বর্ষণের ফলে পাহাড়ের মাটি ধসে মৃত্যু হয়েছে কাছাড় জেলার সাত, করিমগঞ্জ জেলার ছয় এবং হাইলাকান্দি জেলার সাতজনের।

কাছাড় জেলার জয়পুর এলাকার কলারপাড়ে মঙ্গলবার সকালে সংঘটিত হয়েছে ভয়াবহ ভূমিস্থলনের ঘটনা। এই ঘটনায় মাটি চাপা মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। তাঁরা তাজিম উদ্দিন লস্কর (৪৫), আলিয়া বেগম (২০) আলম উদ্দিন (১৮), আরিফ উদ্দিন (১৭), আমোনা বেগম (১৪) সুমনা বেগম (১২) এবং রহিম উদ্দিন (৮)। এরা সবাই একই পরিবারের।

হাইলাকান্দি জেলার দুই স্থানে সংঘটিত ভূমিস্থলনে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। এর মধ্যে রয়েছে চারটি শিশু। নিহতদের সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন একই পরিবারের। জেলার ভটেরবাজার এলাকায় পাহাড়ের ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কুটন মিয়াঁ লস্কর (৪০), তাঁর স্ত্রী জুলফা বেগম (৩৫) এবং তিন কন্যা নাজিরা বেগম (৪), হাজিরা বেগম (৬) ও ফুতুলি বেগম লস্কর(৩)-এর। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে একই গ্রামের মতিউর রাহমান লস্কর (৬৩)-এরও। একই সময়ে মোহনপুর আর.এ এলাকায় ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে চাঁদমণি মাল নামের পাঁচ বছরের এক শিশুর। দুই স্থানে ভূমিস্থলনের ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। আহতরা যথাক্রমে কাউসার হুসেন (১৭), মুস্তাকিম হুসেন (১), মমতা বেগম (১৮), বড়মণি লস্কর (১০) এবং লালন লস্কর (২)।

করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ থানা এলাকার প্রত্যন্ত করিমপুরেও পাহাড়ে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের। এঁদের পাঁচ জন একই পরিবারের। নিহতরা আজিজ উদ্দিন (৫৭), তাঁর স্ত্রী রাজিয়া বেগম (৪০), তাঁদের দুই শিশুসন্তান আফতার হুসেন (১০) ও আমির হুসেন (৭), একমাত্র কন্যা তাহেরা বেগম (৫) এবং জয়নাল বিবি (১৪)।

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুন (হি.স.) : বজ্রপাতে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত এলাকা নলুয়া-কামালপুর গ্রামের কৃষক সজ্জাদ আলির পুত্র সাহাব উদ্দিন (২০)-এর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ঘটনা সকাল প্রায় ছয়টা নাগাদ ঘটেছে।

ইমফল, ২ জুন (হি.স.) : ভারতীয় সময় সকাল ৭:১৪ মিনিটে ৩.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে।

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর বিধানসভা নির্বাচন এলাকার কাপনারপাড়ে সুপারি গাছ পড়ে জনৈক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের জনৈক সুকেন্দ্র রায়ের স্ত্রী জলমতি রায় (৫৫) এদিন দুপুর ১২ টা নাগাদ নিজের বাড়ির পুকুর ঘাটে স্নান করছিলেন। ঠিক সে সময় একটি সুপারি গাছ ও পুকুরপারের মাটি ধসে পড়ে জলমতি রায়ের মাথায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : এদিন বিকেলে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব সার্কলের অন্তর্গত ইচাখাউরি গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। এর মধ্যে রয়েছে চারটি শিশু। একই ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন আরও দুজন। নিহতদের ইসলাম উদ্দিন (২৫), আনোয়ার হুসেন (১২), দিলোয়ার হুসেন (১০), শরিফ উদ্দিন (১২) ও আবিদা বেগম (৯) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আইজল, ১৮ জুন (হি.স.) : মিজোরামে ৪.১ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে। উৎসস্থল চাম্পাই জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে।

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.) : অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ প্রতিবেশী মেঘালয়, মণিপুর এবং মিজোরামে মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে বিকেল ৪:১৫ মিনিটে। ভূমিকম্পটি রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.১। এদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল মিজোরামের রাজধানী আইজলের ২৫ কিলেমিটার পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরে (২৫.৬ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৬ঙ্গ পূর্ব) ছিল।

আইজল, ২২ জুন (হি.স.) : মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে ফের মিজোরামে ভূমিকম্প হয়েছে এদিন ভোর ৪:১০:৫২ মিনিটে ৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই বলে রাজ্য ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

গুয়াহাটি, ২৬ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় পাওয়ার হাউস এলাকায় সংঘটিত ভূমিধসের উষা বরা নামের এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া একই পরিবারের গোলাপী বরা নামের অন্য এক মহিলা এবং ঘরে মালিক ভরত কলিতা আহত হয়েছেন।

গুয়াহাটি (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : এদিন সকালে গুয়াহাটিতে রাজভবন সংলগ্ন খারঘুলির হিড়িম্বাপুরে ভয়ংকর ভূমিধসের ঘটনায় মাটির নীচে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীর। তিনি বছর ২১-এর প্রিয়াঙ্কা বড়ো। গুয়াহাটিতে ঘন ঘন ভূমিধসের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন খবর নিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে কোনও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আইজল, ৩ জুলাই (হি.স.) : বেলা ২.৩৫ মিনিটে ভূমিকম্প মিজোরামে। সংঘটিত ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা সদর চাম্পাই থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.২০ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.২৩ঙ্গ পূর্বে। ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ইটানগর, ৭ জুলাই (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ। সোমবার (৬ জুলাই) গভীর রাত ১.৩৩.১৬ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ের কাছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৪।

কোহিমা, ১৪ জুলাই (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্য নাগাল্যান্ড। এদিন সকালে মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নাগাল্যান্ডের লংলেং জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫। মৃদু কম্পনে ক্ষয়ক্ষতিত কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আইজল, ২৫ জুলাই (হি.স.) : উত্তরপূর্বের রাজ্য মিজোরামের চাম্পাই জেলায় গতরাতে ফের এক মধ্যম ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর প্রাবল্য ছিল ৩.৮। ভূমিকম্পে জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে ভূমিধস হয়েছে।

তেজপুর (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : এদিন ভোর ৫.২৬ মিনিটে মধ্য অসমের শোণিতপুরে ৩.৫ রিখটাৰ স্ক্যালের ভূমিকম্প অনুণূত হয়েছে।

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্য মণিপুর। এদিন ভোররাত ২.৩৯ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। রাজ্যের উখরুল থেকে ৫৫ কিলোমিটার পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে।

ইটানগর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এদিন সকালে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং শহর কেঁপে উঠেছে ভূমিকম্পে। সকাল ৭:৩০:০৫ সেকেন্ডে সংঘটিত মৃদু ভূমিকম্পের রিখটার স্ক্যালে তীব্রতা ছিল ৩.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির খবর, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল তাওয়াং জেলা থেকে ৪৫ কিলেমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৭.৮৩ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.২৪ঙ্গ পূর্বে।

গুয়াহাটি / আইজল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ (হি.স.) : ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ২৯ মিনিট ৬ সেকেন্ড নাগাদ মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল চাম্পাইয়ের দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ৪৫ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৯.০০ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬৫ঙ্গ পূর্বে।

এছাড়া ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যারাত ৮টা ১৮ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে নিম্ন অসমের বঙাইগাঁও জেলা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলেও মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্ক্যালে এর তীব্রতা ছিল ৩.৮। ভূমিকম্পে অভিকেন্দ্র ছিল বঙাইগাঁওয়ের ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, এপিএফ অক্ষাংশের ২৬.২৪ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশের ৯০.৫১ পূর্বে।

গুয়াহাটি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ২১ সেপ্টেম্বর গভীর রাত ১টা বেজে ২৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে গুয়াহাটিতে সংঘটিত হয়েছে ৪.৪ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প। এর উৎসস্থল ছিল পশ্চিম গুয়াহাটির ভূপৃষ্ঠের ৫.০ কিলোমিটার গভীরে। এছাড়া প্রায় একই সময় দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়েছে নিম্ন অসমের বরপেটায়। বরপেটার ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৪.২ ম্যাগনিটিউড বলে ধরা পড়েছে। এর উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭১ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ৩০.২০ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৪৫ঙ্গ পূর্বে।

শিলং, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন ভূমিধস এবং জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে গত চার দিনে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছেন দুজন। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা ক্রিকেটারও রয়েছেন।

গত ২২ সেপ্টেম্বর পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলার মকিরবাট এলাকায় ওহ তিনকিয়াঙে একটি জিপ গাড়িতে করে ছয় যাত্রী যাচ্ছিলেন। পাহাড়ি জলের স্রোতে গাড়ি সমেত তাঁরা ভেসে গেছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার মাদানরইটিং এলাকায় ভুমিধসে এক নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, লয়ার লুম্পারিং ধোবিঘাট এলাকায় ভূমিধসে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু জনের দেহ আগেই উদ্ধার হয়েছিল। আজ বাকি তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে সংঘটিত ভূমিধসের ঘটনায় জাতীস্তরের রাজিয়া আহমেদ নামের এক মহিলা ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভূমিধসে পুলিশ রিজার্ভের দুই আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে।

গুয়াহাটি ২ অক্টোবর : রাত ৯.০৬ টায় ৪.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল।

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। এদিন ভোরের দিকে মণিপুরের উখরুলে ভোর রাত ৩টা ৩২ মিনিটে এবং

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা কমাতে ব্যায়াম

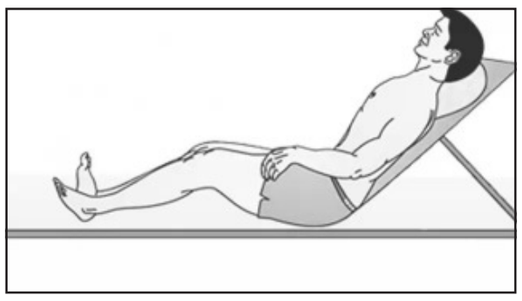

করোনাভাইরাস মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। এতে জ্বর, শুকনা কাশি, মৃদু থেকে তীব্র শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মৃদু সংক্রমণে যেসব রোগী বাসায় বা আইসোলেশনে থাকবেন, তাঁদের নানা রকমের অ্যারোবিক ও ব্রিদিং এক্সারসাইজের (শ্বাস—প্রশ্বাসের ব্যায়াম) মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ ও ফুসফুসকে কর্মক্ষম রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শ্লেষ্মা নিঃসরণে সমস্যা থাকলে এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স টেকনিক ও ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা যেতে পারে। ব্যায়ামের সময় মুখে মাস্ক পরতে হবে। এ ব্যায়ামে উপুড় হয়ে শুয়ে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে ৪ সেকেন্ড ধরে বাতাস নিতে হবে, শ্বাস ধরে রাখতে হবে ৭ সেকেন্ড এবং বাতাস ছাড়তে হবে ৮ সেকেন্ড ধরে। এ ব্যায়ামে ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে বাতাস চলার পথ পরিষ্কার হয়। এ ছাড়া মোবিলাইজেশন, রেসপিরেটরি এক্সারসাইজ, থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ (যেমন পুশআপ) ও রিহ্যাবিলিটেশন কৌশল (যেমন বসা থেকে দাঁড়ানো, হাঁটা, কাঁধ ও পায়ের ব্যায়াম, ঘরেই সাইক্লিং ইত্যাদি) অনুসরণ করা যেতে পারে। বিছানায় দুই পা সোজা রেখে চিত হয়ে আধশোয়া অবস্থায় থাকতে হবে। এরপর শ্বাস—প্রশ্বাসের ব্যায়ামের কৌশলগুলো অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া কনট্রোলড ব্রিদিং এক্সারসাইজসহ অন্য ব্যায়ামগুলোও করা যাবে। এই পজিশনে খুব সহজে বাতাস ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। এতে রোগীরা সহজেই কাশির মাধ্যমে কফ বের করে দিতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে।মডারেট গ্রেড অ্যারোবিক এক্সারসাইজ (ওয়ার্মআপ, হাঁটাহাঁটি, স্কিপিং, জগিং ইত্যাদি) প্রতিদিন ৪০ মিনিট করা হলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সচল থাকে।

কেন আয়শাদের পাঁচতারা হোটেলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছিল

আয়শা টাকিয়ার ৩৮ বছর বয়সী কোটিপতি ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ জীবনসঙ্গী এক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের গালফ হোটেলটি বিএমসিকে দিয়েছি, কোয়ারেন্টিন সেন্টার বানানোর জন্য। এই দুঃসময়ে আমাদের উচিত সবার পাশে থাকা।' বিনয় করে তিনি এ—ও যোগ করেছেন, 'আমাদের হোটেলটি বিশেষ বড় নয়।'আয়শা টাকিয়া ২০০৯ সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিক ফারহান আজমীকে বিয়ে করেন। এরপরই ধীরে ধীরে মডেলিং ও বলিউড থেকে নিজের বাক্সপেটরা গুছিয়ে নিয়ে সংসারে থিতু হন। ২০১৩ সালে তিনি পুত্রসন্তানের মা হন। সংসারেই যে ডুবে আছেন, তা আয়শার ইনস্টাগ্রামে একবার ঢুঁ দিলেই প্রমাণ মেলে।আয়শা টাকিয়া। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

যদিও তিনি শেষবার বড় পর্দায় দেখা দিয়েছেন ২০১১ সালে। তবে ২০০৮ সালের হিট ছবি ওয়ান্টেড—এ সালমান খানের প্রেমিকার ভূমিকায় তিনি হৃদয় কেড়েছিলেন দর্শক ও সমালোকচদের। প্রায় এক দশক তাঁর কোনো খবর নেই। তবে চোখের আড়ালে থাকলেও মনের আড়ালে চলে যাননি ৩৪ বছর বয়সী আয়শা টাকিয়া। প্রাণীদের অধিকার নিয়ে টুইটারে তিনি সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। এবার জানা গেল, করোনার এই মহামারির দিনে তিনি ও তাঁর জীবনসঙ্গী ফারহান আজমী তাঁদের দক্ষিণ মুম্বাইয়ের পাঁচতারা পাঁচতলা হোটেলটি তুলে দিচ্ছেন বৃহনমুম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে (বিএমসি)।আয়শা টাকিয়া। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

এর আগে শাহরুখ খান ও স্ত্রী গৌরী খান তাঁদের চারতলা অফিসটি দিয়ে দেন করোনার রোগীদের আলাদা করে রাখার জন্য। আরেক বলিউড তারকা সোনু সুদও তাঁর জুহুর হোটেলটি দিয়ে দেন ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে জড়িত অন্যরা যদি করোনায় আক্রান্ত হন, তাঁদের কোয়ারেন্টিনের জন্য।

নিউইয়র্কে বসে বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া

১৩ বছর আগের এক ২০ এপ্রিলে ঐশ্বরিয়া রাই ও অভিষেক বচ্চন ধুমধাম আয়োজনে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন। তারও কিছুদিন আগে, ২০০৭ সালের জানুয়ারির ১৩ তারিখ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের এক শীতের বিকেল। সেই বিকেলও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় অভিষেক বচ্চনের জীবনে। সেদিনই তিনি শীতে জমে যাওয়া এক বারান্দায় হাঁটু গেঁড়ে ঐশ্বরিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাকে বিয়ে করবে?' আর ঐশ্বরিয়া দিয়েছিলেন সবুজ সংকেত।২০১৭ সালের সেই দিনে অভিষেক টুইটারে লিখেছিলেন, 'আজ (২০ এপ্রিল) সেই দিন। ১০ বছর আগে এই দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী—গুণবতী নারী, নিউইয়র্কের ঠান্ডায় জমে যাওয়া এক বিকেলে আমায় "হ্যাঁ"বলেছিল।' ২০০৭ সালের সেই মুহূর্ত নিয়ে ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঐশ্বরিয়া বলেছিলেন এভাবে, 'সেই সময় যোধা আকবর ছবির শুটিং চলছিল। আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নিউইয়র্ক থেকে ফিরে বাকি থাকা গানের শুটে যোগ দিলাম। "খাজা মেরে খাজা" গানের শুটিং। আশুতোষ (ছবির পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকড়) বলল, "আরে, তোমার নাকি বাগদান হয়ে গেছে।" আমি তো চুপ। হৃতিক এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার বউয়ের সাজের সেই অনুভূতি গানের সঙ্গে ক্যামেরায় ধরা পড়ল। পর্দায় যেটা দেখা গেল, সেটা অভিনয় নয়, আসল। আমার ভেতরকার সত্যিকারের অনুভব।'২০১১ সালে এই দম্পতি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। বিয়ের পর বলিউডের চেয়ে সংসারই বেশি গুরুত্ব পায় এই বিশ্বসুন্দরীর কাছে। এর ফাঁকে ফাঁকেও কিছু ছবি উপহার দিয়েছেন। তবে আগের মতো জ্বলে উঠতে পারেননি।

২০০৭ সালে মুম্বাইয়ে বচ্চনবাড়িতে অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার ভেতর দুই পরিবার, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে বিয়ে হয় ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের। এই বিয়ে গণমাধ্যমের কাছে 'রাজকীয় বিয়ে' উপাধি পেয়ে বলিউডের ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়।

অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার বিয়ে নিয়ে কম আলোচনা হয়নি গণমাধ্যমে। তবে অভিষেক বলেন, ২০০৬ সালে 'উমরাও জান' ছবির সেটে তিনি ঐশ্বরিয়ার প্রেমে পড়েন। ঠিক করেন, এই নারীর সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাবেন। তাই বিয়ের পর ফিল্ম কোম্পানিয়নকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ঐশ্বরিয়া আমার জীবনের সেরা অর্জন।' অবশ্য আরাধ্য জন্মের পর এই বিবৃতি বদলে গেছে। তিনি বলেছেন, তাঁদের দুজনেরই চোখের মণি এখন এই কন্যা।

তাঁদের গোপন বিয়ে থাকেনি গোপন

বিয়ে করে চুপিচুপি সংসার করছেন, অথচ জিজ্ঞেস করলেই একবাক্যে বলে দিতেন, 'কই, না তো। আমরা তো এখনো বিয়ে করিনি।' কেউ আবার চুপিসারে বিয়ে সেরে ফেলতে চাইলেও পারেননি। কেউবা চুটিয়ে প্রেম করছেন, শুধু বলতেন, 'আমরা দুজন শুধুই বন্ধু।' এমন ঘটনা দেশের বিনোদন অঙ্গনে হরহামেশাই ঘটে।

বাংলাদেশের বিনোদন অঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ঘটেছে শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের জীবনে। বিয়ে করে বছরের পর বছর সংসার করেছেন। যখনই জিজ্ঞেস করা হতো, দুজনেই এড়িয়ে যেতেন। তবে সন্তান জন্মের পর সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। টেলিভিশন চ্যানেলের সরাসরি অনুষ্ঠানে সন্তান নিয়ে হাজির হলেই বিয়ের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। আর তখনই শাকিবের সঙ্গে বিয়ে ও সংসার গোপনের সব কথা বলেন। বিয়ের বিষয়টি যত দিন গোপন ছিল তত দিন ভালোই ছিল বলে চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট লোকজনের মত। যখনই বিষয়টি সামনে আসে, দুজনের সম্পর্কে চিড় ধরে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। তবে শুধু সন্তানের কথা বিবেচনা করে সংসার টিকিয়ে রাখার চিন্তা করলেও একটা সময় দুজনের পথ দুদিকে বেঁকে যায়। তাঁরা এখন দুদিকে বসবাস করছেন। বর্তমানে তাঁদের পুত্রসন্তানটি অপু বিশ্বাসের কাছেই আছে।

সম্প্রতি আলোচিত নায়িকা পরীমনিও তাঁর বিয়ের কাজটি গোপনেই সেরে নেন। এরপর ফেসবুকে বিয়ের খবরটি জানান তিনি নিজে। তাঁর বর কামরুজ্জামান রনি ছোট পর্দার নির্মাতা। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময়ের ১০ মার্চ রাতে রাজারবাগ কাজি অফিসে লুকিয়ে বিয়ে করেন তাঁরা। বিয়ের ৮ দিন পর পরীমনি তাঁদের বিয়ের খবরটি জানিয়ে দেন। অভিনেত্রী ও নির্মাতা হৃদি হকের '১৯৭১: সেই সব দিন' ছবির কাজ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয় তাঁদের। একপর্যায়ে রনিই বিয়ের প্রস্তাব দেন পরীকে। মনে মনে রনির প্রতি দুর্বল পরী সেই প্রস্তাব এড়াতে পারেননি। লুকিয়ে বিয়ের কারণ প্রসঙ্গে পরীমনি বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ বিয়ের ব্যাপারটা জানে না। পালিয়ে বিয়ে করার মজাটা নিতে চেয়েছিলাম। সময় নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করব।'

২০০৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মডেল ও চিত্রনায়ক মামনুন ইমন বিয়ে করেন আয়েশা ইসলামকে। বিয়ের পর দিব্যি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সংসার করে গেলেও মুখ ফুটেও কাউকে বলেননি। সাংবাদিক কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষীদের

কেউ জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে যেতেন। অবশেষে বিয়ের সাত বছর পর বিয়ের খবরটি জানান ইমন। ইমনের সংসারে তত দিনে দুই সন্তান সামিন ও শায়ান স্কুলে যাওয়া শুরু করে। বিয়ের ব্যাপারটি গোপন করা প্রসঙ্গে ইমন বলেন, 'ওই সময়টায় আমি সবে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেছি। চলচ্চিত্রজগতের কিছু মানুষ আমাকে বিয়ের খবর প্রকাশ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিজের ক্যারিয়ারের ক্ষতি হতে পারে, এমন আশঙ্কায় আমিও তখন এ বিষয় আর প্রকাশ করিনি। এ ছাড়া আয়শা নিজেও পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ও নিজেও বিয়ের খবরটি প্রকাশ করার পক্ষে ছিল না।'

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম এবং অভিনয় ও নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান দাম্পত্যজীবনের ৫৪ বছর পার করছেন। সেই শুরু থেকে তাঁরা ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন দারুণ সমন্বয় করে চলছেন। তারকাদের গোপনে বিয়ে করার বিষয়টিকে পুরোপুরি নিরুৎসাহিত করেছেন লায়লা হাসান। তিনি বলেন, 'বিয়ে দুজন মানুষের একটি সুন্দর সম্পর্কের সূচনা। একটা সুন্দর সম্পর্ক কখনো গোপন কিংবা মিথ্যা দিয়ে শুরু হওয়া উচিত না। যে কারও বিয়ের খবর শুনলেই সবাই কিন্তু দোয়া করে, শুভকামনা জানায়। এটা ঠিক যে অনেকে ভাবেন, বিয়ের পর তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যাবে। আমি মনে করি, এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা। যার যোগ্যতা আছে, সে বিয়ের আগে কিংবা পরে, সব সময়ই ভালো করবে। বিয়ের পর জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার বিষয়টি অজুহাত ছাড়া আর কিছু না।'

লায়লা হাসান আরও বলেন, 'নাচ, গান আর অভিনয়ের অনেকেই বিয়ের পর আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। আবার কেউ তো বিয়ের পর দর্শকের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। দেশের বাইরে তাকালে এমন ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখতে পাই। খুব বেশি পেছনে না, আমাদের অভিনয় ও গানের জগতে এখন যাঁরা দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বিবাহিত। তাঁরা কিন্তু দর্শকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও। একটা বন্ধন, একটা সুন্দর সম্পর্ক। আমার যদি জনপ্রিয়তা থাকে, যোগ্যতা থাকে, অভিনয় করতে পারি, গান গাইতে পারিতাহলে দর্শক আমাকে গ্রহণ করবে না কেন?'

হলিউডের সিনেমায় ঢাকার বুড়িগঙ্গা

প্রকাশিত হলো ক্রিস হেমসওর্থ অভিনীত নেটফ্লিক্সের ছবি এক্সট্র্যাকশন। ক্রিসকে দেখা গেছে মারকুটে কালোবাজারি ভাড়াটে আততায়ীর চরিত্রে। শুরুতে ছবির ওয়ার্কিং টাইটেল (প্রাথমিক নাম) রাখা হয় 'ঢাকা'। পরে সেটা পাল্টে হয় 'আউট অব দ্য ফায়ার', শেষে রাখা হয় 'এক্সট্রাকশন'। সেই ছবির ট্রেলার বেরোল ৭ এপ্রিল। ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে ২৪ এপ্রিল। ছবিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গও আছে। ট্রেলারের ২৭ সেকেন্ডের সময় ড্রোনভিউয়ে দেখানো হয় বুড়িগঙ্গা নদী। এরপরেও কয়েকটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে ঢাকা শহরের প্রতিনিধিত্বকারী বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরের দৃশ্য। সিনেমার মূল গল্প বাংলাদেশের ঢাকা শহর নিয়ে। এতে দেখানো হবে, ভারতের মুম্বাইয়ের এক ডনের ছেলেকে অপহরণ করে বাংলাদেশের এক ডন। আর তাকে উদ্ধার করতে নিয়োগ করা হয় দুর্ধর্ষ আততায়ী ক্রিস হেমসওর্থকে। মূলত ঢাকা আর মুম্বাইয়ের মাদক ব্যবসা নিয়ে দুই ডনের রেষারেষি থেকে ঘটনার সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে ট্রেলারটি সাড়া ফেলেছে দর্শকের মাঝে। ছবিটির সঙ্গে ঢাকা শহরের যোগ থাকায়, বাংলাদেশেও ছবিটি নিয়ে আগ্রহ প্রবল। তাছাড়া, এই ছবির ল্যাঙ্গুয়েজ কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশের ওয়াহিদ ইবনে রেজা। এর আগে তিনি 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সিভিল ওয়ার' ও 'ডক্টর স্ট্রেইঞ্জ' ছবির ভিজ্যুয়াল টিমেও কাজ করেছেন। এইচবিও চ্যানেলের সিরিজ 'গেম অব থ্রোনস', হলিউডের 'ফিউরিয়াস সেভেন', 'ফিফটি শেডস অব গ্রে' ও 'নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম: সিক্রেট অব দ্য টম্ব' ছবির ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস টিমেও ছিলেন তিনি। ভিজ্যুয়াল ইফেক্টসে ওয়াহিদের কাজ করা মুভি 'ডক্টর স্ট্রেইঞ্জ' ২০১৭ সালে অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছিল। কাজ করছেন 'দ্য অ্যাংরি বার্ডস টু' ছবিতেও।

ট্রেলারের ২৭ সেকেন্ড ও ১ মিনিট ৬ সেকেন্ডে বুড়িগঙ্গা নদী ও এর তীরের দৃশ্য দেখা যায়। কাকতালীয় ব্যাপার

হলো, ১ মিনিট ২০ সেকেন্ডে জানানো হয়, শহরটি লকডাউন হয়ে আছে। আর ট্রেইলারের নীচে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, "হোয়্যাট আ কো-ইন্সিডেন্স! শহরটা আসলেই লকডাউনে।"

বুড়িগঙ্গার দৃশ্যগুলোর শুটিংয়ে ছবির একটি ইউনিট এসেছিল। অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার অন্ধকার জগতকে ঘিরে অ্যাকশনে ভরপুর ছবিটির বাকি দৃশ্যধারণ হয়েছে ভারতের মুম্বাই ও আহমেদাবাদে। শুটিং ভারতে হলেও সেখানকার সেট তৈরি হয়েছে ঢাকা শহরের আদলে। যেখানে দেখা গেছে ঢাকার রিকশা, সিএনজি, বাস-ট্রাক, প্রাইভেটকার প্রভৃতি। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স প্রকাশ করেছে এক্সট্রাকশনের কয়েকটি স্থিরচিত্র। তার একটিতে দেখা গেছে, সরু গলিতে ঘেমেনেয়ে একাকার ক্রিস হেঁটে যাচ্ছেন।

তাঁর পাশ দিয়ে রিকশা যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছেন সালোয়ার-কামিজ পরা তরুণীরা। এ ছাড়া ছবির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভও কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে দেন। সেখানে দেখা যায়, তিনি ক্রিসকে দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ক্রিসকে দেখা গেছে। ভারতে শুটিংয়ের সময়ের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, ২৪ এপ্রিল থেকে চলচ্চিত্রটি দেখা যাবে তাদের স্ট্রিমিং সাইটে। 'এক্সট্র্যাকশন'-এর গল্প ঢাকা শহরে ঘটা একটি অপহরণ নিয়ে। এক প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মাফিয়া সম্রাটের ছেলে অপহৃত হয়। সেই ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য ভাড়া করা হয় ক্রিস হেমসওর্থকে। সিনেমায় দেখা যাবে, উদ্ধারকাজের জন্যই ক্রিস ঢাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে সিনেমায় দেখানো 'ঢাকা' আদতে ছিল ভারত ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্টুডিওতে তৈরি কৃত্রিম ঢাকা। ওই দুই দেশে ঢাকার আবহে সেট বানিয়ে ছবিটির শুটিং করা হয়েছে।

ছবির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। এর আগে স্যাম 'অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার' ও 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' ছবিতে ক্রিসের স্টান্ট-ডাবল হিসেবে কাজ করেছেন। 'থর'খ্যাত অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পাশাপাশি এই ছবিতে আছেন ইরানি অভিনয়শিল্পী গোলশিফতা ফারাহানি, হলিউডের ডেভিড হারবার, ডেরেক লু, বলিউডের পঙ্কজ ত্রিপাঠি, রণদ্বীপ হুদাসহ অনেকে।

টিকিটের টাকা ফেরত দিয়েছে বন জোভি

করোনাভাইরাসের এই মহামারিতে নগদ টাকা হাতে থাকা দরকার। ভক্তরা যাতে কেনাকাটা ও জরুরি বিল পরিশোধ করতে পারেন, সে জন্য কনসার্টের টিকিটের টাকা ফেরত দিচ্ছে জনপ্রিয় মার্কিণ গানের দল বন জোভি। সে জন্য গ্রীষ্মের কনসার্টটি বাতিল করেছে তারা।

মে মাসে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল বন জোভির নতুন গানের অ্যালবাম "বন জোভি ২০২০।" সেই মোতাবেক অ্যালবামের প্রচারণার জন্য সংগীত সফর শুরু হওয়ার কথা জুন মাসে। জুনের ১০ তারিখে ওয়াশিংটন থেকে শুরু হয়ে কনসার্ট শেষ হওয়ার কথা ছিল জুলাইয়ের ২৮ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে। ভক্তরা আগাম এসব কনসার্টের টিকিট কিনে নয়তো বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে কনসার্টগুলো স্থগিত না করে বাতিল করে দিয়েছে বন জোভি।

রোলিং স্টোনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বন জোভি জানিয়েছে, এই কঠিন সময়ে আমরা সব সময় ভক্তদের সঙ্গে আছি, তারাও সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিল। সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে গেলে আমরা আবারও একত্র হবো। আমরা সব সময় আমাদের খবর জানাব সবাইকে।

বন জোভির এ কনসার্টটি ছিল অনেক দিক থেকেই বিশেষ। এ কনসার্টে দলটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল খ্যাতিমান গায়ক ব্র্যায়ান অ্যাডামসের।

যদিও করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হওয়ার পর অনেক টিকিট বিক্রেতা কনসার্টের টিকিট ফেরত নিতে চাইছিল না। কিন্তু বন জোভির আহ্বানের পর সবগুলো বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানই টিকিটের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। তবে কনসার্ট না হলেও গত সপ্তাহে ভক্তদের জন্য একটি নতুন গান প্রকাশ করেছে বন জোভি। "ডু হোয়াট ইউ ক্যান" শিরোনামে সেই গানটি শোনা যাবে জন বন জোভির ইনস্টাগ্রামে গেলেই।

করোনার দিনে কেবল টিকিটের অগ্রিম টাকা ফেরত দিয়েই বিরাট ভূমিকা রাখল বন জোভি? এ রকম প্রশ্ন যাদের মনে আসবে, তাদের জানতে হবে আরও একটি তথ্য। বন জোভি ব্যান্ডের দলনেতা জন বন জোভির আছে একটি রেস্তোরাঁ। অভুক্তরা সেখানে খেতে পারেন বিনামূল্যে। যারা টাকা দিয়ে খেতে পারেন, তারা সেখানে অভুক্তদের জন্য টাকা রেখে যান, সেই টাকায় খাওয়ানো হয় ক্ষুধার্তদের। এই করোনাকালে সপ্তাহে ৫ দিন সেই রেস্তোরাঁয় শ্রম দিচ্ছেন শিল্পী নিজে। রেড ব্যাংক অঞ্চলে জেবিজে সোল কিচেন থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে।

গত ডিসেম্বরেও এক জরিপে দশক সেরা গানের দল নির্বাচিত হয়েছে বন জোভি। আর জরিপে বিবেচনায় আনা হয়েছিল তাদের বার্ষিক কনসার্ট টিকিট বিক্রি থেকে আয়কে। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কনসার্ট বিক্রি থেকে তাদের আয় ছিল ৮শ ৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মঙ্গলবার আগরতলায় যুব উৎসব মঞ্চে ক্রীড়া মন্ত্রি মোনজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

কর্ণাটকে রেললাইন থেকে উদ্ধার ডেপুটি স্পিকারের দেহ, শোকস্তব্ধ দেবেগৌড়া

বেঙ্গালুরু, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের চিক্কামাগালুরু জেলার কাদুরের কাছে রেললাইন থেকে উদ্ধার হল রাজ্য বিধান পরিষদের ডেপুটি স্পিকারের মৃতদেহ। মঙ্গলবার ভোররাতে রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়া (৬৫)-র মৃতদেহ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন রাজ্য বিধান পরিষদের ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়া। চিক্কামাগালুরুর ডিসি বাগাড়ি গৌতম জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে। ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুর খবর শোনার পরই ঘটনাস্থলে যান বিজেপি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সি টি রবি এবং ধর্মেগৌড়ার ভাই ভোজেগৌড়া।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কাদুরের শাখারায়াপাত্তানায় অবস্থিত বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ডেপুটি স্পিকার এস এল ধর্মেগৌড়া। পুলিশ এস্কর্টের পরিবর্তে নিজের গাড়ি নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন চালক। রেললাইনের কাছে পৌঁছনোর পর চালককে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন তিনি। ফোনও সুইচ অফ হয়ে যায়। তারপর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ যাওয়া যায়নি। এরপর মঙ্গলবার ভোররাতে মৃত্যুর খবর পৌঁছয়।

রাজ্য বিধান পরিষদের ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়ার মৃত্যুর খবর শুনে শোকে ভেঙে পড়েছেন জেডিএস নেতা এইচ দি দেবেগৌড়া। দেবেগৌড়া জানিয়েছেন, ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়ার মৃত্যুর খবর শুনে ব্যথিত। তিনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এটা রাজ্যের বড় ক্ষতি।

মঙ্গলবার হাজিরা দিচ্ছেন না, ইডি-র কাছে সময় চাইলেন রাউতের স্ত্রী

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্জাব অ্যান্ড মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ (পিএমসি) ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি মামলায় মঙ্গলবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল শিবসেনা নেতা ও সাংসদ সঞ্জয় রাউতের স্ত্রী বর্ষা রাউতের। কিন্তু, মঙ্গলবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন না বর্ষা। হাজিরা দেওয়ার জন্য ইডি-র কাছে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় চেয়েছেন বর্ষা। ইডি-র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে পিএমসি-তে ৪,৩৫৫ কোটি টাকার তছরুপের বিষয়টি সামনে আসে। তার পরই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পিএমসি-র সমস্ত আর্থিক লেনদেনে স্থগিতাদেশ দেয়। এই মামলায় মঙ্গলবার বর্ষাকে হাজিরা হতে বলেছিল ইডি। কিন্তু, এদিন ইডি-র দফতরে হাজিরা না দিয়ে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় চাইলেন সঞ্জয় রাউতের স্ত্রী। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে তৃতীয়বার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন না বর্ষা। কেউ যদি পর পর তিনটি তলব এড়িয়ে যান, তখন ইডি তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে। এক্ষেত্রে কী হয়, তাই এখন দেখার।

ওড়িশায় লাইনচ্যুত মালগাড়ির চারটি বগি, রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত

ভুবনেশ্বর, ২৯ ডিসেম্বর ((হি.স.): ওড়িশার কোরাপুট জেলায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির চারটি বগি। সোমবার রাতে ওড়িশার জগদলপুর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম অভিমুখে যাচ্ছিল মালগাড়িটি, মঙ্গলবার ভোররাতে কোরাপুট জেলার যার্তি রেল স্টেশনের কাছে মালগাড়ির চারটি বগি বেলাইন হয়ে যায়। এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, ওই শাখায় রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে।

পূর্ব উপকূল রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নিরাকার দাস জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোররাতে কোরাপুট জেলার যার্তি রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে মালগাড়ির চারটি বগি। জগদলপুর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম অভিমুখে যাচ্ছিল মালগাড়িটি। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। শুধু রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে।

মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডায় কাবু দিল্লি, ৩.৬ ডিগ্রিতে পারদ-পতন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): শৈত্যপ্রবাহের জেরে হু হু করে পারদ-পতন হচ্ছে রাজধানী দিল্লিতে। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে দিল্লির সফদরজং এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাপমাত্রা কমতে পারে আরও ২ ডিগ্রি। পশ্চিম হিমালয় ও পাদদেশীয় অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই তুষারপাত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে লাগাতার তুষারপাত হচ্ছে। বাধাহীনভাবে ঢুকছে শীতল হাওয়া, তাই ঠাণ্ডা বাড়ছে রাজধানীতে।

দিল্লির পাশাপাশি ঠাণ্ডায় কাঁপছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও উত্তর রাজস্থান। ঠাণ্ডায় জবুথবু উত্তর প্রদেশও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডিসেম্বরের ৩০ ও ৩১ তারিখ থেকে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ও ওড়িশাতেও। উত্তর ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ঠাণ্ডা বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫.৫ ডিগ্রি। পাহাড় থেকে সমতল ঠাণ্ডায় কাঁপছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। বাধাহীন ভাবে রাজ্যে ঢুকছে উত্তুরে হাওয়া। এদিন দার্জিলিঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কালিম্পং ৭.৫, পানাগড় ৭.২, পুরুলিয়া ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিশালগড়ে যান দূর্ঘটনায় আহত টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বিশালগড় এর ২ নং গেইট এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় টিএসআর জওয়ান গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত টিএসআর জওয়ানের নাম বিকাশ দেবনাথ। জানা গেছে ওই টিএসআর জোয়ান বাইকে করে যাচ্ছিল। বিশালগড় এর ২নং গেইট এলাকায় এসে পৌঁছলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিকাশ দেবনাথ নামে ওই টিএসআর জোয়ান। স্থানীয় লোকজন আহত জোয়ানকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই জোয়ান। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন পথদুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় পথচারীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ চলাচল নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে। দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনিক তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।যানবাহন এবং বাইক চালকদের দ্রুতগামী তা এবং অসাবধানতার কারণেই এ ধরনের দুর্ঘটনার হার প্রতি দিন বেড়ে চলেছে।

সাব্রুমে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের রানীর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গতকাল গভীর রাতে রাণীরবাজার এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর জন্য বাজারে ছুটে যান।এর মধ্যেই দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আগুন আয়ত্তে আনে।তবে এর মধ্যেই বাজারের সাতটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।দমকল বাহিনীর তৎপরতার ফলে বাজারের অন্যান্য দোকানগুলি অল্পেতে অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।পুলিশ ও দমকল বাহিনীর জওয়ানরা অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের তৎপরতা শুরু করেছেন এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিক হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।প্রশাসনের তরফ থেকে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানির আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর প্রয়োজনীয় আরো আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা না গেলেও প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।

গন্ডাছড়ায় ফার্মের মধ্যে বিষ ঢেলে হাঁস ও মুরগী হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। গন্ডাছড়া ত্রিশ কার্ড গ্রামে দুস্কৃতিকারীদের হানা, এলাকা জুড়ে আতঙ্ক। গত এক সাপ্তাহের মধ্যে দুই দুই বার করে গন্ডাছড়া ত্রিশ কার্ড এলাকার বাসিন্দা বাদল সরকারের বাড়িতে দুস্কৃতিকারীরা হানা দেয়। বাদল বাবু জানান গতকাল অর্থাৎ সোমবার গভীররাতে ওনার বাড়িতে একদল দুস্কৃতিকারি হানা দিয়ে ওনার হাস,মুরগী ফার্মে বিষ চিটিয়ে শতাধিক হাস,মুরগী হত্যা করে। তিনি আরো জানান এর আগে গত শুক্রবার গভীর রাতে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চান মোহন ত্রিপুরার শহীদদান দিবসে গন্ডাছড়া আসার আগের দিনও ওনার বাড়ির হাস,মুরগীর ফার্মে একদল দুস্কৃতিকারী আক্রমন চালিয়েছিল। দুস্কৃতিরা এই দিন রাতে ফার্ম থেকে হাস,মুরগী লুটপাট করে এবং শেষে ফার্মে বিষ ছিটিয়ে দিয়ে প্রায় একশ হাস,মুরগি হত্যা করে। এতে করে ওনার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতির সম্মুখিন হয়। বাদল বাবু বলেন তিনি রাইমাভ্যালী ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি এটাই তার অপরাধ। এর জন্যেই বার বার ওনার বাড়িতে আক্রমন করা হচ্ছে। তিনি দু:খের সহিত জানান গত ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে একাধিকবার তার উপর আক্রমন সংগঠিত করা হয়। এমনকি গন্ডাছড়া বাজারে তার ছোট ভাইয়ের দোকানটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় দুস্কৃতিকারীর দল। প্রতিটি ঘটনার পর পরই থানায় মামলা করা হয়। তবে আজ পর্যন্ত কোন বিচার পান নি বলে তিনি জানান। এমত অবসায় তিনি আবারও রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে তার পরিবারের নিরাপত্তার আর্জি জানান।

বাধ সেধেছে স্বাস্থ্য, এখনই রাজনীতিতে আসছেন না রজনীকান্ত

চেন্নাই, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজনীতিতে আসার কথা অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ৩১ ডিসেম্বর ঠিক ছিল নতুন দলের নাম ঘোষণা করবেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। কিন্তু, রজনীকান্তের শরীর এখন ঠিক নেই। তাই আপাতত রাজনীতিতে আসছেন না তামিল সুপারস্টার। পাশাপাশি অনুশোচনার সঙ্গে এটাও জানিয়েছেন, নতুন দলের প্রতিষ্ঠাও করছেন না তিনি। রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরিবর্তে অন্যভাবে জনগণের সেবা করতে চান তিনি।

৩১ ডিসেম্বর নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করার কথা ছিল রজনীর। গত শুক্রবারই হায়দরাবাদে অসুস্থ হয়ে পড়েন থালাইভা। তাঁর রক্তচাপ ওঠানামা করতে থাকে। চিকিৎসার পর রবিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এক সপ্তাহের বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার টুইটারে বিবৃতি জারি করে রজনীকান্ত জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে রাজনীতিতে প্রবেশ করছেন না তিনি। রাজনৈতিক দলেরও প্রতিষ্ঠা করছেন না। করোনার যে নতুন স্ট্রেন (প্রজাতি) এখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তার উল্লেখও করেছেন রজনী। লিখেছেন, যকৃৎ প্রতিস্থাপনের জেরে এতে আক্রান্ত হওয়ার তাঁর বিরাট ঝুঁকি রয়েছে, ফলে এই মুহূর্তে রাজনীতিতে নামলে তাঁর বিপদের আশঙ্কা আছে।

তেলিয়ামুড়ায় দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া ইউনাইটেড গ্যাস এজেন্সি-র উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের ১০০ জন গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সব্জি বাজারের শেড-গৃহে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা নীতি দেব, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, প্রাক্তন পৌর পরিষদের পৌর পিতা নীতিন কুমার সাহা,তেলিয়ামুড়া ইউনাইটেড গ্যাস এজেন্সি-র পক্ষ্যে সুখেন দেব ও মীনা রাঙ্খল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা বলেন, ২০১৫ সাল থেকে শুরু করে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কমিউনিস্ট সরকার গরীব দুঃস্থদের মধ্যে সঠিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কিভাবে মানুষের কাছে সঠিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় এবং কিভাবে গরীব দুঃস্থদের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্য নিয়েই বিজেপি সরকার রাজ্যে কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে নীতি দেব বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন---'যে সমাজে নারীদের অধিকার যত বেশি হবে এই সমাজ ততো বেশি সমৃদ্ধ হবে এবং এই সমাজ তত বেশি উন্নত হবে' সেজন্য মহিলাদের এগিয়ে এসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তাছাড়া তিনি আরো বলেন, মহিলারা যদি নিজেরা নিজেদের ঘরে বসে ফুল চাষ, হস্ত তাত শিল্প তাছাড়া অন্য কোন কাজে যদি কমপক্ষে ১ ঘন্টা নিজেদের সময় ব্যয় করে তবে তাদের ঘরে রোজগার আসবে। আর কোন মহিলা যদি নিজে রোজকার করেন তবে তার মনে একটা আলাদা শক্তি আসে।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর এর নতুন কলোনি এলাকায় জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম শিরিনা বেগম। অভিযুক্তের নাম শিপন মিয়া। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন কলোনি এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বক্সনগর কলসি মুরার নতুন কলোনি এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে শিরিনা বেগম এবং মেয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই মতভেদ চলছিল। এর জের ধরেই শিপন মিয়া শ্লীলতাহানি করে এবং তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিরিনা বেগম কে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে শিরিনা বেগম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এব্যাপারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিরিনা বেগম কলম চোরা থানায় লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন। কলম চওড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত শিপন মিয়াকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।ঘটনার পর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে অভিযুক্ত শিপন মিয়া পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

লাভ জেহাদ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : লাভ জিহাদ নিয়ে অমর্ত্য সেনের সমালোচনার প্রতিবাদ করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার দিলীপবাবু অমর্ত্য সেনকে লক্ষ্য করে আক্রমণ শানেন। বলেন, 'অমর্ত্য সেন বলেছেন, লাভ জিহাদের মধ্যে জিহাদ থাকতে পারে না, ধর্মান্তরকরণ বিরোধী যে আইন বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে আছে, তা অসাংবিধানিক। আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ উনি তিনবার তিন ধর্মে বিয়ে করেছেন। তার তো বলার নৈতিক অধিকার নেই। যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, দেশের মানুষের দুঃখ কষ্টে নেই তাঁদের ধরনের নীতিকথা শুনতে আমরা প্রস্তুত নই।

দিলীববাবু বলেন, "ওঁর কথা যারা শুনেছেন তাঁরা ডুবেছেন। আমরা ডুবতে চাই না। দেশের মানুষের দুঃখ কষ্টে যিনি নেই তাঁর কাছ থেকে কোনও নীতিকথা নয়।" সোমবার বস্টন থেকে একটি বেসরকারি চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে 'লাভ জিহাদ' প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন অমর্ত্যবাবু। জানিয়েছিলেন, 'এটা খুবই চিন্তার বিষয়। একে মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। জীবন যাপনের অধিকার তো মৌলিক অধিকার হিসেব স্বীকৃত। কিন্তু এই আইনের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কারণ যে কোনও মানুষই নিজের ধর্ম বদলে অন্য ধর্মগ্রহণ করতে পারেন। সেটা সংবিধান স্বীকৃত। তাই এই আইন অসাংবিধানিক।'

অমর্ত্যবাবু দাবি করেন, 'এখনই এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাওয়া উচিত। এই আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা উচিত। ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নেই। আকবরের সময় নিয়ম হয়েছিল, যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। এবং যে কোনও ধর্মে বিবাহ করতে পারেন। এমন আইন সংবিধানকেই অপমান করে।'

অমর্ত্য সেনের এই বক্তব্যের জেরেই আক্রমণ শানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। এদিন দিলীপবাবুকে পাল্টা বিঁধেছেন রাজ্যের শাসক দলের সাংসদ সৌগত রায়। জানিয়েছেন, 'অমর্ত্য সেনের গুরুত্ব বোঝা দিলীপ ঘোষের পক্ষে সম্ভব নয়। অসহিষ্ণুতার রাজনীতি নিয়ে সরব নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ, সেকারণেই তাঁকে এত অপছন্দ বিজেপির।'

বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হতে অভিনব কায়দায় আবেদন পত্র সংগ্রহ বিজেপির

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.): এবার গৃহবধূ হোক চাকুরীজীবী কিংবা আনকোরা রাজনীতির যে কেউ এবার লড়তে পারবেন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে। এমন সুযোগে করে দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এর জন্য শুধু রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরের ড্রপবক্সে ফেলতে হবে নিজের জীবনপঞ্জি আর সাথে জমা দিতে হবে আবেদনপত্র।

বিষয়টি একটু খুলে বলা যাক। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যে কোন মানুষকে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। এর জন্য বিজেপির মুরলীধর সেনের সদর দপ্তর ড্রপবক্স রাখা রয়েছে। এখানে নিজের বিস্তারিত একটি আবেদনপত্র লিখে তা জমা দিতে হবে। সেই আবেদনপত্র ঝাড়াই-বাছাই হয়ে যাবে দিল্লিতে।

দিল্লি থেকে চূড়ান্ত আবেদনপত্রগুলো ফের ফিরে আসবে রাজ্যে। চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সেখান থেকে প্রার্থী করা হবে বিজেপির হয়ে একুশের বিধানসভা ভোটের।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে, এক শীর্ষ নেতা বলেন, বিজেপির হয়ে একুশের বিধানসভা ভোটে লড়তে চান এমন ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে ভোটে লড়ার জন্য বয়সের সীমা মানতে হবে। বয়সের সীমা রেখা ছাড়া যে কোন পেশার যে কোন ব্যক্তি তার জীবন পঞ্জী আবেদনপত্রসহ ড্রপবক্সে জমা দিতে পারেন।

এরপরে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রকে এক হাত নিয়ে বঙ্গ বিজেপির আরো এক নেতা জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিজেপি পরিবার তন্ত্র

লাদাখে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত পাঁচ

লেহ, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর ভারতের কেন্দ্রশাসিত লাদাখে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত পাঁচ। ফলে সেখানে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৪১১। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৯৮। এরমধ্যে লেহ জেলায় রয়েছে ১৭৭ এবং ২১ জন কার্গিলের। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৬। এখনো পর্যন্ত করোনা য় মৃত্যু হয়েছে সব মিলিয়ে ১২৬ জনের।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইউরোপের ব্রিটেনে করোনা নিজের চরিত্র বদল করেছে। ফলে সেখানে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু এমন পরিস্থিতির মধ্যে সতর্ক ভারত। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটেনের বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হামলার পরেই এবার সাংসদ সুনীল মন্ডলকেও দেওয়া হলো ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর(হি. স.) : লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীকে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা। আর শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার সুনীল মন্ডল। হেস্টিংস অফিসের সামনে হামলার পর এবার বিজেপি সাংসদ সুনীল মণ্ডলকে দেওয়া হলো ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা।

সম্প্রতি বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয় শনিবার সকালে বিজেপির হেস্টিংস অফিসে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আসছিলেন তৃণমূল থেকে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া সাংসদ সুনীল মণ্ডল। আর ঠিক সেই সময়ে সাংসদের গাড়ি ঘিরে ধরে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। ঝান্ডা দিয়ে গাড়ির বনেটে মারা হয় বলেও অভিযোগ। আর এরপরেই সুনীল মন্ডলকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ভাবা হয়। সূত্রের খবর, এদিন কেন্দ্রের তরফে সুনীল মণ্ডলকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র। বাড়ি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর।

করোনা-আক্রান্ত অভিনেতা রাম চরণ, বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে

চেন্নাই, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা রাম চরণ। তবে, অভিনেতার শরীরে কোনও উপসর্গ নেই, করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এই দক্ষিণী অভিনেতা। তাঁর আশা, শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। পাশাপাশি সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন রাম চরণ। টুইটারের মাধ্যমে মঙ্গলবার অভিনেতা রাম চরণ জানিয়েছেন, আমি কোভিড-১৯ পজিটিভ। উপসর্গ নেই এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। টুইটারে তিনি লেখেন, বিগত কিছু দিনে আমার সান্নিধ্যে আসা সকলের কাছে অনুরোধ করছি, নিজেদের পরীক্ষা করিয়ে নিন।

বিধ্বংসী আগুন ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি ২৯ডিসেম্বর (হি.স.): ফের জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে দেবীনগর পাড়ায় একটি বড় গুদামঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার সকালে আগুন লাগে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গুদামঘরে রাখা বিস্কুট, আটা, সিগারেট, দেশলাই সমস্ত পুড়ে যায়।

এদিন সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ স্থানীয়রা প্রথমে আগুন জ্বলতে দেখতে পান। তারপর খবর পৌঁছায় গুদামঘরের মালিক জীতেন্দ্র হিরাউতের কাছে। মালিক জানান, তৎক্ষণাৎ দমকলে খবর দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে পৌঁছেছে। ১ মাসও হয়নি ময়নাগুড়ি বাজারে একটি গুদামঘরে আগুন লেগেছিল।

গুদামঘরের মালিক আরও বলেন, 'এই গুদামঘর ভাড়া দেওয়া আছে একটি সংস্থাকে। ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে মোট ৫টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। আর্থমুভার নিয়ে এসে গুদামঘরের ছাউনি এবং দেওয়াল ভেঙে দেওয়া হয়।' আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লাভ জিহাদ রুখতে অধ্যাদেশ জারি করল মধ্যপ্রদেশ সরকার

ভোপাল, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যে লাভ জিহাদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করল মধ্যপ্রদেশ সরকার। মঙ্গলবার রাজ্যের মন্ত্রিসভা লাভ জিহাদ রুখতে ধর্ম স্বতন্ত্র অধ্যাদেশ ২০২০ মঞ্জুরি দিয়েছে। মন্ত্রিসভার মঞ্জুরির পর রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন রাজধানী ভোপালে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই এই অধ্যাদেশকে মঞ্জুরি দিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী জোর করে ধর্ম পরিবর্তন মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম ১০ বছরের কারাদণ্ড। এছাড়াও এক লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা করা হবে। যে ধর্মগুরু এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে তার পাঁচ বছরের কারাবাস হবে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে জোর করে ধর্ম পরিবর্তন রুখতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় নিত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর।। ফের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটল পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বাইপাস সড়কে। এতে এক বাইক চালক যুবকের মৃত্যু হবার খবর পাওয়া গেছে। মৃত যুবকের নাম আব্দুল কুদ্দুস(২৫),পিতা নুর উদ্দিন। বাড়ি আছিমগঞ্জ এলাকার টিলাগাঁওয়ে।

জানা গেছে যে আজ সকাল অনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ পেশায় রাজমিস্ত্রি কুদ্দুস নিজের হুন্ডা সিবিজেড বাইকে চেপে পাথারকান্দি অভিমুখে আসার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এমন সময় বিপরিত দিকে যাওয়া একটি মিনি ডাম্পারের সাথে বাইকটি ধাক্কা খেলে বাইক চালক রক্তালুপ্ত হয়ে সড়কের উপর লুটিয়ে পড়লে অকুস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান।পরে পাথারকান্দি থানার পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে প্রেরণ করেছে।পাশাপাশি বাইক ও ডাম্পার গাড়িটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে অসম পুলিশ।মৃত যুবকের স্ত্রী সহ আট মাসের এক সন্তানও রয়েছে। অসম ত্রিপুরা সীমান্তের পাথারকান্দি এলাকায় ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয়রা বেপরোয়া যান চালকের দায়ি করেছেন।

কর্ণাটকে রেললাইন থেকে উদ্ধার ডেপুটি স্পিকারের দেহ, তদন্ত শুরু পুলিশের

বেঙ্গালুরু, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের চিক্কামাগালুরু জেলার কাদুরের কাছে রেললাইন থেকে উদ্ধার হল রাজ্য বিধান পরিষদের ডেপুটি স্পিকারের মৃতদেহ। মঙ্গলবার ভোররাতে রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়া (৬৫)-র মৃতদেহ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন রাজ্য বিধান পরিষদের ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়া। চিক্কামাগালুরুর ডিসি বাগাড়ি গৌতম জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে। ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুর খবর শোনার পরই ঘটনাস্থলে যান বিজেপি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সি টি রবি এবং ধর্মেগৌড়ার ভাই ভোজেগৌড়া।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কাদুরের শাখারায়াপাত্তানায় অবস্থিত বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ডেপুটি স্পিকার এস এল ধর্মেগৌড়া। পুলিশ এস্কর্টের পরিবর্তে নিজের গাড়ি নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন চালক। রেললাইনের কাছে পৌঁছনোর পর চালককে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন তিনি। ফোনও সুইচ অফ হয়ে যায়। তারপর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ যাওয়া যায়নি। এরপর মঙ্গলবার ভোররাতে মৃত্যুর খবর পৌঁছয়।

রাজ্য বিধান পরিষদের ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়ার মৃত্যুর খবর শুনে শোকে ভেঙে পড়েছেন জেডিএস নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া। দেবেগৌড়া জানিয়েছেন, ডেপুটি স্পিকার এবং জেডিএস নেতা এস এল ধর্মেগৌড়ার মৃত্যুর খবর শুনে ব্যথিত। তিনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এটা রাজ্যের বড় ক্ষতি। আবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী বলেছেন, ”এটি রাজনৈতিক খুন। যতটা দ্রুত সম্ভব প্রকৃত সত্য সামনে আসা উচিত।” শোকে ভেঙে পড়েছেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। তিনি জানিয়েছেন, ”ধর্মেগৌড়ার মৃত্যুর খবর শুনে ব্যথিত। অত্যন্ত সরল মানুষ ছিলেন তিনি। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি।” ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

মুম্বা দেবীর মন্দিরে পুজো দিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.): মুম্বইতে এসে মুম্বা দেবী মন্দির এবং সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। এদিন বোন রঙ্গিলা চান্দেল ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পুজো দিতে যান কঙ্গনা। টুইট করে পুজো দেওয়ার ছবি পোস্ট করেন তিনি। কঙ্গনা আসবে বলে মন্দিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। নিজের টুইট বার্তায় বিতর্কিত এই অভিনেত্রী লিখেছেন, নিজের প্রিয় শহরে দাঁড়িয়ে যে প্রতিরোধের মুখে পড়েছে তা নজিরবিহীন। এদিন মুম্বা দেবী এবং সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ভগবানের আশীর্বাদ পেলাম। ভালোবাসা, স্বাগত এবং নিরাপত্তা বোধ করছি। জয় হিন্দ, জয় মহারাষ্ট্র। এদিন সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি পরে পুজো দিতে আসেন কঙ্গনা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিধানসভার বিধিভঙ্গের দায়ে মার্শাল দিয়ে সদন থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক রূপজ্যোতি

গুয়াহাটি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিধানসভার বিধিভঙ্গের দায়ে মঙ্গলবার অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন সদন থেকে মার্শাল লাগিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে মরিয়নির কংগ্রেস বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মিকে। আজ অধিবেশনের কার্যক্রমণিকা শুরু হওয়ার পরই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন বিধায়ক রূপজ্যোতি। প্রশ্নোত্তর কাল যখন চলছে, তখন বিরোধী কংগ্রেস বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি অসমে নাগা অগ্রাসন সম্পর্কে এক জ্বলন্ত বিষয় তোলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিষয়টি অন্য রুলে উত্থাপন করতে বিধায়ককে বার বার অনুরোধ করার পরও রূপজ্যোতি কুর্মি তাঁর অবস্থানে অটল থেকে হইহট্টগোল জুড়ে দেন। এমতাবস্থায় অধিবেশন পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মার্শাল ডেকে বিধায়ক রূপজ্যোতিকে সদন থেকে বহিষ্কার করে দেন অধ্যক্ষ গোস্বামী।

এদিকে সদনের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক কুর্মি তাঁকে বের করে দেওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরেছেন। রূপজ্যোতি বলেন, আজ সদনে তিনি অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সুরক্ষাজনিত এক গুরুত্বপূর্ণ তথা জ্বলন্ত বিষয় উত্থাপন করে বিধানসভার দৃষ্টিগোচর করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা মরিয়নির নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগাদের লাগাতার হামলা, বরাক উপত্যকার কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি জেলায় মিজোদের আগ্রাসন, ধেমাজি জেলার সীমান্ত অঞ্চলে অরুণাচলিদের আগ্রাসন দিন দিন বেড়ে চেলেছে। এরা অসমের জমিতে সরকারি নানা কার্যালয় ভবন তৈরি করেছে, সেতু নির্মাণ করেছে, অসমের বাসিন্দাদের বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করে ছাই করে দিচ্ছে, অসমের নাগরিকদের গুলি করে মারা হচ্ছে। এত সব ঘটাবলির পরও সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এ সব ব্যাপারে কোনও কথা বলছেন না, ক্ষোভের সঙ্গে বলেন তিনি।

রূপজ্যোতি কুর্মির আরও বক্তব্য, সীমা সুরক্ষা জনিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা চেয়েছিলেন তিনি। শাসকদলের বিধায়ক এবং মন্ত্রীরাও বিষয়টির ওপর চর্চা চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি, আক্ষেপ করেন বিধায়ক কুর্মি।

বিধায়ক বলেন, মরিয়নির অসম ভূখণ্ডে নাগা আগ্রাসন সম্পর্কিত বিষয় মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করতে তিনি বহু কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে তাঁর হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়ে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচরও করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল মরিয়নির অসম ভূখণ্ডকে নাগাদের অবৈধ কবজা থেকে মুক্ত করাও আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই আশ্বাস প্রদানের আজ পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকার এ ব্যাপারে কোনও গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ তুলেন কুর্মি।

শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে কৃষকদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হত না দাবি ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের

গাজীপুর, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : আজ যদি বিরোধী দল শক্তিশালী হত। তবে কৃষকদের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার পরিস্থিতি তৈরি হতো না। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকিয়াইত। অন্যদিকে বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে নতুন কৃষি আইন নিয়ে কৃষকদের বিপথে চালিত করছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। যদিও এই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন রাকেশ টিকিয়াইত। উল্লেখ করা যেতে পারে ৩০ ডিসেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কৃষক সংগঠনগুলিকে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের তরফ থেকে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে এই বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে।

পুষ্টি দিবস

আটের পাতার পর

প্রতিরোধে সচেতনতার উপর আলোচনা করেন এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পরামর্শ দেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

২.৬৩ শতাংশ

আটের পাতার পর

ভারতে ৯,৮৩,৬৯৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সামগ্রিক সুস্থতার হার প্রতিদিনই বাড়ছে। সোমবার ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৪,৯০০ জন। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ২.৬৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৮,১৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৫২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮,০৭,৫৬৯ জন (৯৫.৯২ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৮১ জন করোনা-রোগী।

প্রতিনিধিদল

আটের পাতার পর

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এ'রে রুম পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন। পরে প্রতিনিধিদলটি তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মিত নতুন ভবনটিও পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলটি চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থানটিও পরিদর্শন করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কমিটির সভা

আটের পাতার পর

মাধ্যমে ১৫ হাজার ৪১৮ টি জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ওয়াটার রিসোর্স দপ্তরের আধিকারিক জানান, খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ব্লকের রাম দেওয়ান চৌধুরী পাড়াতে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১টি এল আই স্কিম করা হবে। এছাড়া রিভার ব্যাঙ্ক প্রোটেকশন স্কিমে খোয়াই নদীর ১৭টি স্থানে নদীর ভাঙ্গন রোধে সি সি ব্লক তৈরির কাজ চলছে। তাতে ব্যয় হবে ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা।

খোয়াই জেলা ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, জেলায় মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় ২০ হাজার ১৬৪ জন ক'ষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। মোট ২৫৬৫.১৩ হেক্টর জমি বীমার আওতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,১৯০ জন ক'ষককে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সভায় বিদ্যৎ নিগম আধিকারিক জানান, জেলায় সৌভাগ্য যোজনা স্কিমে ১৭ হাজার ৪৪০টি পরিবারকে বিদ্যৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে চলতি বর্ষে। জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা আধিকারিক জানান, জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রয়েছে ১০৪২টি। তাতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মোট শিশু রয়েছে ২৮ হাজার ৫৩৫ জন। জেলায় নাসিং মাদার রয়েছে ২৭৫৮ জন, গর্ভবতী মা রয়েছেন ২২৩৪ জন। জেলায় ৮০৪টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে পানীয়জলের সুবিধা রয়েছে। রান্নাঘর রয়েছে ৫৯০টি সেন্টারে। জেলায় ২৩১৪ জন সুবিধাভোগীকে বিধবা ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। ন্যাশন্যাল ওল্ড এইজ পেনশন স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে ১২,০৬৮ জন সুবিধাভোগীকে। ৮০ ও তার উপরে (দিব্যাঙ্গজন) পেনশনের আওতায় আনা হয়েছে ১৯৮ জন সুবিধাভোগীকে। খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ২, ২৩৯টি বাইসাইকেল দেওয়া হবে। এরমধ্যে ৭১৬টি বাইসাইকেল ছাত্রীদের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫২৩টি বাইসাইকেল জানুয়ারি মাসের মধ্যে প্রদান করা হবে। সভায় জেলা বন আধিকারিক জানান, জেলায় বিভিন্ন স্থানে রেগা স্কিমে ৩৭৫ হেক্টর বাঁশচাষ করা হয়েছে। এছাড়া তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বিভিন্ন স্থানে বন্য হাতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ২৮টি পরিবারকে ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

খাস কলকাতায় রাতের অন্ধকারে কুকুরকে ধর্ষণের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের চরম নৃশংসতার প্রমাণ দিল খাস কলকাতা। রাতের শহরে বিরুদ্ধে উঠেছিল মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। কিন্তু নিরাপত্তা নেই সারমেয়দেরও। এবার রাতের শহরে কুকুরকে ধর্ষণের অভিযোগ হরিদেবপুরে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মঙ্গলবার আতঙ্কে ভুগছে হরিদেবপুরবাসী।

কিছুদিন আগেই রাতের শহরের বিরুদ্ধে উঠেছিল শ্লীলতাহানীর অভিযোগ। আর এবার রাতের শহরে বিরুদ্ধে উঠল কুকুরকে ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে দীর্ঘদিন ধরেই রাতের শহরে হরিদেবপুর এর বাসিন্দা বছর ২৬ রঞ্জন বাড়ুই নামে এক যুবক বাড়িতে কুকুর নিয়ে এসে। রাতের অন্ধকারে কুকুরদের নিয়ে কি করে ওই যুবক সেই নিয়ে অনেকের মনেই তৈরি হয়েছিল প্রশ্ন। বহুদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিল স্থানীয়রা। অবশেষে সোমবার গভীর রাতে ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে স্থানীয় বাসিন্দারাই। ওই অভিযুক্ত যুবকের ঘরে হানা দিয়ে দেখা যায় বিছানায় ছড়িয়ে প্রচুর সিরিঞ্জ, ওষুধ। সেইসঙ্গে একটি কুকুরছানাও রয়েছে। তাদের বুঝতে অসুবিধা থাকে না যে কুকুরছানাটির উপরে অত্যাচার চালিয়েছে ওই যুবক। এরপরেই অভিযুক্তকে মারধর করে স্থানীয়রাই। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তের মাথায় ডিম ফাঁটিয়ে মুখে কালি লেপে দেয় উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিদেবপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ গত কয়েক দিনে এলাকায় ২০টি কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকটি কুকুরের শরীরে মিলেছে যৌন নিপীড়নের চিহ্ন।আর তাতে ওই যুবকের হাত আছে কিনা তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ঘটনায় চরম উত্তেজনা এলাকায়।

ফের দুরন্ত ডাম্পারের ধাক্কায় পাথারকান্দিতে বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে ফের দুরন্ত ডাম্পারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক মোটর বাইক আরোহীর। সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাথারকান্দির বাইপাসে। নিহত বাইকারকে আসিমগঞ্জের টিলাগাঁও এলাকার জনৈক নুর উদ্দিনের বছর ২৫-এর ছেলে পেশায় রাজমিস্ত্রি আব্দুল কুদ্দুস বলে শনাক্ত করা হয়েছে।প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আব্দুল কুদ্দুস তাঁর হুন্ডা সিবিজেড মোটর বাইকে চেপে বাইপাসের সড়ক ধরে তাঁর আসিমগঞ্জের বাড়ি থেকে পাথারকান্দি আসাছিলেন। তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিপরীতগামী একটি মিনি ডাম্পারের সাথে কুদ্দুসের বাইকের সজোরে ধাক্কা লাগে। ধাক্কায় বাইক আরোহী আব্দুল কুদ্দুস সড়কের উপর ছিটকে পড়োন। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়, জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পাথারকান্দি থানার পুলিশ। তারা আব্দুলের মৃতদেহ সড়ক থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি বাইক ও ডাম্পারকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত যুবক আব্দুল কুদ্দুসের স্ত্রী এবং আট মাসের এক সন্তানও রয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পাথারকান্দিতে ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি গত ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ পাথারকান্দি থানার মহিলা পুলিশকর্মী টিনামণি চড়াই (৩৪) তাঁর স্বামী লিংগিশেখ চড়াই (৪৫)-এর সঙ্গে এএস ১০ এ ৬০৩৩ নম্বরের মোটর বাইকে চেপে বাজারিছড়া থানাধীন মাগুরা খাসিয়াপুঞ্জিতে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছিলেন। তাঁদের বাইক যখন পাথারকান্দি মুণ্ডমালা এলাকা অতিক্রম করছিল, ঠিক তখনই করিমগঞ্জ অভিমুখী দ্রুতগামী একটি ডাম্পার অতর্কিতে বাইকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় উভয়েই জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়েন। অকুস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক লিংগিশেখের।

পরিবেশ

তিনের পাতার পর

সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে অরুণাচল প্রদেশে ভূকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট, মণিপুরের উখরুলে ভূমিকম্পে রিখটার স্ক্যালে তীব্রতা ছিল ৪.৩ এবং অরুণাচল প্রদেশের পেঞ্জিনে রিখটার স্ক্যালে তীব্রতা ৪.৬ রেকর্ড হয়েছে।

গুয়াহাটি, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : এদিন সকাল ৮:২১:১৬-টায় ৩.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙে। একইদিন মণিপুরে বেলা ৩:১২:৫০ সেকেন্ডে রিখটার স্ক্যালে ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে।

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : এদিন ভোর ৬-টা ৯ মিনিটে মিজোরামের চাম্পাই জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি। রিখটার স্ক্যালে ভূমিকম্পের প্রাবল্য ধরা পড়েছে ৩.৬।

গুয়াহাটি, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপেছে অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম। এদিন বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে মিজোরামের চামফাইয়ের পূর্ব দক্ষিণ পূর্ব থেকে ৩২ কিমি দূরবর্তী স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্ক্যালে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৬। এছাড়া গতকাল (২০ অক্টোবর) গভীর রাত ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ অরুণাচল প্রদেশের চাংলাঙের দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম থেকে ৩২ কিমি দূরবর্তী স্থানে ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্ক্যালে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.২।

গুয়াহাটি, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : অষ্টমীর সকালে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা এবং মেঘালয়। ত্রিপুরায় রিখটার স্ক্যালে ৪.১ তীব্রতার ভূমিকম্প সকাল ৮টা ৫১ মিনিটে অনুভূত হয়েছে। এছাড়া ২.৯ তীব্রতার কম্পন হয়েছে মেঘালয়ের রি-ভই জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

ইটানগর, ১ নভেম্বর (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলা। রবিবার সকাল ৮:০১ মিনিটে রিখটার স্ক্যালে ৩.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা চাংলাঙে। এদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার ৪৭ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৭.৪৪ অক্ষাংশ এবং ৯৬.৩০ দ্রাঘিমাংশে।

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্প উত্তরপূর্বে। এবার কেঁপে উঠেছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, মেঘালয় ও মিজোরাম। ২ অক্টোবর রাত ১-টা ১৩ মিনিটে ৪.৪ ম্যাগনিটিউডের এক ভূমিকম্পে গুয়াহাটি ও তার উপকণ্ঠ কেঁপে উঠেছে। অন্যদিকে ওইদিনই রাত ১০টা ৩৯ মিনিটে মিজোরামের লুংলেই জেলায় ৩.৬ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প হয়েছে।

আগরতলা, ৩ নভেম্বর ২০২০ (হি.স.) : ফের ভূমিকম্প উত্তরপূর্বে। এবার কেঁপে উঠেছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর ও তার সংলগ্ন এলাকা। আজ বিকেল ৫-টা ২৮ মিনিটে ৩.৫ ম্যাগনিটিউডের এক ভূমিকম্পে ধর্মনগর ও তার উপকণ্ঠ কেঁপে উঠেছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট, উত্তর ত্রিপুরায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল জেলার পূর্বাঞ্চলের ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী ৩৮ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৩৯ অক্ষাংশ এবং ৯২.৫৩ দ্রাঘিমাংশে।

গুয়াহাটি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : বেলা ২:২০:২৬ সেকেন্ডে ৫.২ ম্যাগনিটিউডের এক ভূমিকম্পে মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী চাম্পাই জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চল কেঁপে উঠেছে। এই একই সময় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে গুয়াহাটি এবং তার উপকণ্ঠে।

তেজপুর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : সকাল ১০:৪৬:৩৭ সেকেন্ড ৩.৪ ম্যাগনিটিউডের এক ভূমিকম্পে শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুর সহ সংলগ্ন অঞ্চলকে কাঁপিয়েছে। উৎসস্থল ছিল তেজপুরের প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরবর্তী ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৯২ অক্ষাংশ এবং ৯২.৬৭ দ্রাঘিমাংশে।

ইনকাম সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে হয়রানির শিকার জনগন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ ডিসেম্বর।। জনগনের ইনকাম সার্টিফিকেট নিয়ে সাধারণ মানুষ প্রচন্ড হয়রানির শিকার হচ্ছে সোনামুড়া এসডিএম অফিসে। ভাতা প্রাপক থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এসডিএম অফিসে গিয়ে সঠিক সময়ে সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তাছাড়া, অন্যান্য দস্তাবেদ ভেরিফিকেশন ও যাচাইয়ের নামেও হচ্ছে চরম হয়রানি। তাছাড়া, ব্যাঙ্ক পাশ বই আপডেটের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে জটিলতা। সব মিলিয়ে মহকুমা প্রশাসনের সুবিধা থেকে নানা ভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন মহকুমার মানুষ।

জানুয়ারি থেকে আগের নিয়মে বসবে পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলাহাট

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাট ব্যবসায়ীদের দাবি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়ে সোম এবং মঙ্গলবার হাওড়ার মঙ্গলাহাট বসতে দিতে রাজি হল প্রশাসন। আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে আগের নিয়মে, পূর্ণাঙ্গ হাট বসবে। গত এপ্রিল থেকে বন্ধ ছিল মঙ্গলাহাট। হাট ব্যবসায়ীদের লাগাতার আন্দোলনের জেরে মাসখানেক আগে শনিবার বিকেল থেকে রবিবার পর্যন্ত হাট বসা শুরু হয়। সোম ও মঙ্গলবার হাট বসতে দেওয়ায় আপত্তি ছিল জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের। তাদের যুক্তি ছিল, ওই দু'দিন পূর্ণাঙ্গ হাট বসলে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। হাট ব্যবসায়ীদের পাল্টা যুক্তি ছিল, বর্তমানে হাওড়ায় কোভিড পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জেলায় সব হাট যখন খুলে দেওয়া হয়েছে, তখন এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এই মঙ্গলাহাটকে কেন আগের মতো সোম-মঙ্গলবার বসতে দেওয়া হবে না, সেই প্রশ্নও তোলেন তাঁরা।

রেলে

● **প্রথম পাতার পর**

খবর দেওয়া হয় কুমারঘাট থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।রেলে কাটা পড়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেশিন

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে। তাতে, নমুনা পুণে-তে পাঠানোর প্রয়োজন পরবে না, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, কেন্দ্রের নির্দেশিকা পেয়েই পিআরটিআই মহিলা হোস্টেল-কে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

লোকজন পরিবারের লোকদের এবং রানির বাজার থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।রানির বাজার থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছাত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

লক্ষ করেন তার দেহ ঘরের ভিতরে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করেন। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর পাঠানো হয় খোয়াই থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি মঙ্গলবার তার পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার মৃতদেহ নিজ বাড়ি এলাকায় নিয়ে যেতেই গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়ে। খোয়াই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত প্রতারক যুবকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। অভিযুক্ত প্রতারক যুবকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বাঙালীর

● **প্রথম পাতার পর**

কার্যকলাপকে গণতন্ত্র হত্যার শামিল বলে তারা অভিহিত করেছেন।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলেও দলের নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহানির্দেশক এর কাছে দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংঘটিত হলে আমরা বাঙালি দল এর যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত থাকবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো অবনতি ঘটল এর জন্য রাজ্য সরকার এবং আরও খাঁ প্রশাসনকে দায়ী থাকতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন আমরা বাঙালি দলের নেতৃবৃন্দ।

ডাক্তারি

● **প্রথম পাতার পর**

সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অবশ্য এ-বিষয়ে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ রঞ্জিত দাস জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখে কোনটা মৃতদেহ তা বুঝা সম্ভব নয়। আদর্শ-কে হয়তো বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই নামানো হয়েছিল। তবে, ময়না তদন্তে মৃত্যুর সমস্ত কারণ বেরিয়ে আসবে। তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য চিকিৎসকদের একটি গোষ্ঠীর উপস্থিতি ভিডিও রেকর্ডিং সহ ময়না তদন্ত করা হয়েছে।

বিলোনীয়া সংযোজন ঃ মা-বাবা, আত্মীয় পরিজন , শহরবাসী সহ ত্ন চোখের জলে শেষ বিদায় দিল আদর্শকে। ডাক্তার হয়ে উঠার আগেই , পরপারে চিরতরের জন্য বিদায় নিল বিলোনিয়ার মেধাবী ছাত্র তথা কৃতি সন্তান আদর্শ দে কৃতি সন্তান আদর্শ দে এর মৃত্যুকে বিলোনিয়া বাসী সহজে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ২০২০ সালের ইংরেজি বছরের শেষ লগ্নে ২৭ শে ডিসেম্বর সোমবার রাতে এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পরতে বিলোনিয়াতে শোকের ছায়া নেমে আসে। পাশাপাশি রাতেই আদর্শ দে এর বাড়িতে ভীড় জমাতে শুরু করে স্থানীয় এলাকাবাসী থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজন সহ আদর্শ এর বাল্য বন্ধু বান্ধব ও সহ পাঠীরা।ছেলের এই দুঃসংবাদ পেয়ে সোমবার রাতেই আদর্শ দে এর বাবা অশোক দে সহ নিকট আত্মীয়রা ছুটে যায় এজিএমসিতে। ময়নাতদন্তের পর মঙ্গল বার দুপুরে আদর্শ দে এর মৃতদেহ বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ স্কুল সংলগ্ন শচীদানন্দ কলোনিস্থিত বাসভবনে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে অসংখ্য মানুষ। এই কৃতি সন্তানকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য বাসভবনে ছিল উপচে পড়া ভীড়। এর পর ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধাও নিবেদন করেন ছোট বড় উপস্থিত লোকজনেরা।এরপর বাসভবনে থেকে আদর্শ এর শায়িত দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনিয়া বনকর মহাশ্মশানে। সেখানে পঞ্চভূতে বিলিন হলো আদর্শ এর পাথিব দেহ।

কৃতি সন্তান আদর্শ এর আত্মীয় পরিজনেরা , আদর্শ এ কাজ করতে পারে না , সে আত্মঘাতী হতে পারে না। আদর্শ এর এই ভাবে মৃত্যু কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না , তাদের অভিযোগ আদর্শকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পঞ্চায়েতের সচিব অশোক দে এর আদর্শই একমাত্র সন্তান। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র আদর্শ। শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় না মেডিকেল পড়াশোনায়ও টপার ছিল আদর্শ। ডাক্তারি পরীক্ষায় নবম সেমিষ্টার ছিল। সোমবার রাতে এজিএমসি কোয়ার্টারে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় বলে জানা যায়। কিন্তু আদর্শর মৃত্যু নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কি , কারনে , কেন , কিভাবে মৃত্যু আসল রহস্য যাতে উন্মোচন করে পুলিশ সেই দাবি তুলছে বিলোনিয়া বাসী।

খেলা

সমতা ফিরল সিরিজে, ৮ উইকেটে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে জয় ভারতের

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সমতা ফিরল সিরিজে। মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করল ভারত। ৮ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে ভারত। বক্সিং ডে টেস্টে বুমরা, মহম্মহ সিরাজদের দাপটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২০০ রানে। ৬৯ রানের লিড নেয় আয়োজক দল। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে নামা ভারতের সামনে লক্ষ্য মাত্র ৭০ রানের। ভারতীয় বোলারদের দাপটে খুব বেশি রান যোগ করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া।

১৫.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে যে স্কোর তুলে নেয় ভারত। মায়াঙ্ক আগারওয়াল (৫) ও চেতেশ্বর পূজারা (৩) দ্রুত ফিরে গেলেও, শুভমান গিল (৩৫ অপরাজিত) ও ক্যাপ্টেন আজিঙ্কা রাহানের (২৭ অপরাজিত) পার্টনারশিপে ৮ উইকেটে ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ১৩৩। হাতে থাকা ৪ উইকেট নিয়ে তারা যোগ করে ৬৭ রান। সোমবার অপরাজিত থাকা ক্যামরন গ্রিন (১৪৬ বলে ৪৫ রান) এবং প্যাট কামিন্স (১০৩ বলে ২২ রান) আউট হওয়ার পর মিচেল স্টার্ক (৫৬ বলে ১৪ রান) এবং জশ হ্যাজেলউড (২১ বলে ১০ রান) চেষ্টা করলেও খুব বেশি এগোতে দেননি ভারতীয় বোলাররা।

"বিরক্তিকর" ভারতীয় স্পিনারকে ব্লক করবেন গেইল

করোনার এই সময়ে ঘরবন্দী সবাই। ক্রিকেটাররা বাড়ি থেকেই নিজেদের নানা কর্মকাণ্ড পোস্ট করছেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। এই দলে খুবই তৎপর ভারতীয় লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি চোখ এড়াচ্ছে না কারওরই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাহালের অতি-তৎপরতা বিরক্তির কারণ হচ্ছে অনেকরই। তাঁর ভাঁড়ামোপূর্ণ ব্যাপার—স্যাপার দেখে অনেকে চাহালকে একহাত নিতে ছাড়েননি।

কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে চাহালকে "ভাঁড়" বলেই মন্তব্য করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা এবি ডি ভিলিয়ার্স। এবার ক্রিস গেইল রীতিমতো খেপে গিয়েই চাহালকে অত্যন্ত বিরক্তিকর তকমা দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় লেগিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে ব্লক করারও হুমকি দিয়েছেন।

আইপিএলে চাহাল আর গেইল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে সতীর্থ ছিলেন। তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ এটা কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু এবার এই করোনার সময় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতীয় সতীর্থকে আর নিতে পারছেন না গেইল। বিরক্তির চরমে উঠেই তিনি মন্তব্য করেছেন, "চাহাল তুমি এবার দয়া করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে রক্ষে কর।

তোমাকে আমি আর নিতে পারছি না। এবার তোমাকে আমি ব্লক করব।"কথাগুলো চাহালের পেছনে বলেননি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটিং তারকা। তিনি এক ইনস্টাগ্রামে সেশনে সরাসরিই চাহালকে এসব বলেন। গেইল আরেক সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম "টিকটকে"র কাছে নাকি সরাসরিই চাহালকে ব্লক করার আবেদন করেছেন, "আমি টিকটককে বলেছি তোমাকে ব্লক করে দিতে। সত্যিই বলছি। তুমি অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছ। এ মুহূর্তে তোমার উচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছেড়ে দিয়ে এটিকে বাঁচানো। আমরা সবাই তোমাকে দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এবার তোমাকে আমি ব্লক করব। তোমাকে এ জীবনে আমি আর দেখতে চাই না।"এদিকে সম্প্রতি ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলিও চাহালের বুদ্ধিমত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে এক ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে কোহলি মন্তব্য করেছেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাহালের কর্মকাণ্ড দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে ছেলেটির বয়স ২৯ আর সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে।"উত্তরে ভিলিয়ার্স চাহালকে নিয়ে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, "ভাবতে পার এই চাহাল আমাকে একদিন রাত একটার সময় কল করেছিল? ছেলেটা পুরোপুরি পাগল।"

ভারতকে ডেকে ৭৩ কোটি টাকা আয়ের আশা

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করে টিভি স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে ১৯ কোটি ৫০ লাখ র‍্যান্ড (৭৩ কোটি টাকা) পাওয়ার আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকাসব ধরনের ক্রিকেটই আপাতত ঘরের উঠোন কিংবা টিভি পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যে মাঠে খেলা ফিরতেই দিচ্ছেই না। ভারতের সিরিজ খেলতে গিয়েও মাঝপথে ফিরে আসতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।ক্রিকেট এভাবে থমকে যাওয়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে সব দেশের ক্রিকেট বোর্ডই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় বোর্ডও কর্মচারিদের ছাঁটাইয়ের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার উপায় বের করছে। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজন করেই সব সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা তাদের।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করে টিভি স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে ১৯ কোটি ৫০ লাখ র‍্যান্ড (৭৩ কোটি টাকা) পাওয়ার আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাও শূন্য গ্যালারিতে খেলা আয়োজন করেই। কারণ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চাহিদা টিভি দর্শকের কাছে এতটাই বেশি যে টিকিট বিক্রির অর্থ থেকে ২০ গুণ আয় করা সম্ভব সেখান থেকেই।

স্পোর্টস টুয়েন্টিফোরকে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী জ্যাক ফাউল বলেছেন, "আমাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা সুযোগ। শূন্য গ্যালারিতে চাইলে আমরা খেলতে পারি এবং আয় করতে পারি।"

আগামী আগস্টেই সিরিজটি আয়োজন করতে চায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দরকার হলে দুই পক্ষের জন্য সুবিধাজনক ভেন্যু দুবাইয়েও সিরিজ আয়োজন করতে আপত্তি নেই তাদের।

এ সপ্তাহেই শ্রীলঙ্কা সফর স্থগিত হয়েছে প্রোটিয়াদের। জুনের এই সফরে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার।

কিন্তু বৈশ্বিক মহামারির মুখে আগ থেকে সিরিজ স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে দুই বোর্ড।

এ ব্যাপারে ফাউল বলেছেন, "এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ক্রিকেটে স্বাভাবিকতা ফিরে এলেই এ সফর নতুন করে আয়োজন করা হবে। লকডাউন পরিস্থিতে আমরা ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারছি না।

এতা আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। তা ছাড়া খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথাও খেয়াল রাখতে হবে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

টেন্ডুলকারের সেরার তালিকায় ইমরান-কপিল

অনেকের "প্রিয়" ক্রিকেটারের তালিকায় শচীন টেন্ডুলকারের নামটা থাকবে। দুই যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এত অর্জন, এত কীর্তি... ভারতীয় কিংবদন্তিকে প্রিয় তালিকায় রাখতেই হবে। মানুষের "প্রিয়" তো হয়েছেনই। তা টেন্ডুলকারের কাছে যদি পাঁচজন সেরা অলরাউন্ডারের নাম জানতে চাওয়া হয়, কাকে রাখবেন? কাল তাঁর ৪৭তম জন্মদিন ছিল। জন্মদিনে স্টার স্পোর্টসকে টেন্ডুলকার জানালেন তাঁর চোখে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা পাঁচ অলরাউন্ডারের নাম: কপিল দেব, ইমরান খান, স্যার রিচার্ড হ্যাডলি, ম্যালকম মার্শাল ও ইয়ান বোথাম।পাঁচ অলরাউন্ডারকে বেছে নেওয়ার ব্যাখ্যায় টেন্ডুলকারের যুক্তি, "আমি এই পাঁচ অলরাউন্ডারের খেলা দেখতে দেখতে বড় হয়েছি। এঁদের একজনের সঙ্গে খেলেছি, তিনি কপিল। আমার প্রথম পাকিস্তান সফরে প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক ছিলেন ইমরান খান। তৃতীয়জন হচ্ছে স্যার রিচার্ড হ্যাডলি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সফরে প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দলে ছিলেন তিনি। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় ম্যালকম মার্শাল আর ইয়ান বোথামের বিপক্ষে খেলেছি।" যাঁদের দেখে বড় হওয়া, তাঁদের বিপক্ষেই ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে মুখোমুখি হওয়ার অনুভূতি। টেন্ডুলকারের ক্যারিয়ারকে তো শুধু শুধুই বর্ণাঢ্য বলা হয় না!

ক্রিকেট পিচ ছোট হোক, চান রমিজ

করোনা—পরবর্তী সময়ে বোলাররা যেহেতু বলে থুতু বা ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই তাদের সুবিধ দিতে ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যই কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন রমিজ রাজা। ফাইল ছবি করোনা—পরবর্তী সময়ে বোলাররা যেহেতু বলে থুতু বা ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই তাদের সুবিধ দিতে ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যই কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন রমিজ রাজা। করোনা—পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট যখনই মাঠে গড়াক, একটা বিষয় প্রায় নিশ্চিতক্রিকেটাররা আর কখনোই থুতু দিয়ে বল চকচকে করার সুযোগটা পাচ্ছেন না। কোভিড—১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মানতে গিয়েই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি বলে থুতু লাগিয়ে ঘষার সেই আবহমান ক্রিকেট সংস্কৃতি বদলে দিচ্ছে।কেবল থুতু নয়, বলে ঘাম ব্যবহার করে তা উজ্জ্বল করাও নিষিদ্ধ হতে পারে। এর বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্য ভেবে রেখেছে আইসিসি। সেটি আম্পায়ারের তত্ত্বাবধানে কোনো কৃত্রিম বস্তু দিয়ে বল উজ্জ্বল করা বা এ জাতীয়। এতদিন ক্রিকেট বলে কৃত্রিম কোনো কিছু লগানোই বেআইনি ছিল। এর ব্যত্যয় ঘটলে সেটিকে বল টেম্পারিংয়ের তকমা দেওয়া হতো। কিন্তু করোনা—পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে সেই অবৈধ ব্যাপারটিই ক্রিকেটে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে। বল বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে সিদ্ধ, স্বীকৃত।পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রমিজ রাজা ব্যাপারটিকে সমস্যা হিসেবেই দেখছেন, "এখন ক্রিকেটাররা বলে থুতু বা ঘাম লাগাতে পারবে না। এতে বল পালিশ করতে সমস্যা হবে। রিভার্স সুইংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র প্রয়োগে এই পালিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিভার্স সুইং জিনিসটি না থাকলে ক্রিকেটে ভারসাম্য নষ্ট হবে।"তিনি এর সমাধানে বোলারদের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবই দিচ্ছেন। রমিজ মনে করেন, বোলারদের বাড়তি সুবিধা দেওয়াই যায়। সেক্ষেত্রে পিচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা যেতে পারে, "বোলারদের বাড়তি সুবিধা দিতে পিচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া যায়। পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজের জায়গায় ২০ গজ করে দিলেই কিন্তু বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেল।"

করোনা—পরবর্তী পৃথিবীর অনেক কিছুই বদলে যাবে। স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে অনেক কড়াকাড়ি আসবে।

অনলাইনে পাকিস্তানের ৪৫ ক্রিকেটারের ক্লাস নেবেন ওয়াসিম-মিয়াদাঁদরা

করোনার কারণে গৃহবন্দী হয়ে আছেন ক্রিকেটাররা। খেলা নেই, কবে আবার শুরু হবে তারও ঠিক নেই। এ সময়ে দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।নাসিম শাহর যেন উচ্ছ্বাস বাঁধ মানে না। মাস দুয়েক আগে রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট ইতিহাসের সবর্কনিষ্ঠ হ্যাটট্রিকম্যান বনে যাওয়া পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারের উচ্ছ্বাসের কারণ?

জাতীয় দলে বোলিং কোচ হিসেবে ১৭ বছর বয়সী নাসিম পান কিংবদন্তি পাকিস্তান ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিসকে। এর পাশাপাশি যদি ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতারের মতো কিংবদন্তিদের কাছেও ক্লাস করার সুযোগ মেলে? যদি জানার সুযোগ মেলে তাঁদের ক্যারিয়ারের খুঁটিনাটি। তাঁরা অনুশীলনে কী করতেন না করতেন, ম্যাচের আগে প্রস্তুতিতে কোন দিকটাতে নজর দিতেন, প্রতিপক্ষকে কীভাবে পড়তেন, তারকাখ্যাতি কীভাবে সামলাতেন...সবই যদি জানার সুযোগ মেলে?"এই গ্রেটরা কীভাবে প্রতিপক্ষকে পড়ে নিতেন, গতি আর দক্ষতা দিয়ে কীভাবে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতেন সেসব শোনার সুযোগ পাব" — উচ্ছ্বসিত নাসিমের কথা। শুধু নাসিমই অবশ্য নন, পাকিস্তান দলের তরুণ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি জাতীয় দলের বাইরের উঠতি অন্য ক্রিকেটার মিলিয়ে মোট ৪৫ ক্রিকেটারের জন্য অনলাইনে পাকিস্তানের কিংবদন্তিদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। করোনাভাইরাসের কারণে আপাতত সব বন্ধ, ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য কিছু ব্যায়ামের বাইরে তেমন কিছুই করার সুযোগ নেই ঘরবন্দী ক্রিকেটারদের বেশিরভাগেরই। সময়টাকে কাজে লাগাতেই এমন উদ্যোগ পিসিবির।শুধু ওয়াসিম-শোয়েবই নন, অনলাইনে "ক্লাস" নেবেন জাভেদ মিয়াঁদাদ, মোহাম্মদ ইউসুফ, মঈন খান, মুশতাক আহমেদ, রশিদ লতিফ ও ইউনিস খান। সবাই অবশ্য সব ব্যাপারে বলবেন না। ব্যাটিং, পেস ও স্পিন বোলিং আর উইকেটকিপিং — চার বিভাগে ভাগ করে কথা বলবেন সাবেকরা।

মিয়াঁদাদ, ইউসুফ ও ইউনিস কথা বলবেন ২১ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে, ১৩ ফাস্ট বোলারের জন্য ওয়াসিম-শোয়েব, ৬ স্পিনারের সঙ্গে জ্ঞান ভাগাভাগি করবেন মুশতাক, আর মঈন ও রশিদ ক্লাস নেবেন ৫ উইকেটকিপারের।শুধু যে বর্তমান খেলোয়াড়েরাই খুশি, তা নয়। তরুণদের সঙ্গে নিজেদের এত বছরের ক্রিকেট খেলার, ক্রিকেট দেখার ও শেখার জ্ঞান ভাগাভাগি করতে উন্মুখ কিংবদন্তিরাও। মিয়াঁদাদ বলছিলেন, "এই ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলতে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি। আশা করি আমি ওদের নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিতে পারব যেটা ওদের ব্যক্তিগত ও দলীয় পারফরম্যান্স আরও ভালো করবে।" রশিদ লতিফ ঠিক করে রেখেছেন, "নিজেই বলতে থাকার চেয়ে আমি যেটা করব, ওদের প্রশ্ন করতে দেব, ওদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব।"পাকিস্তানের প্রধান কোচ ও প্রধান নির্বাচকের যৌথ ভূমিকা পালন করা মিসবাহ-উল-হকের কথাটা শোনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মতো। সাবেকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "এই কিংবদন্তিদের ঝুড়িতে অনুপ্রেরণাদায়ী অনেক গল্প আছে। আমি চাইব তরুণ ক্রিকেটাররা যেন যা শোনে তা-ই মনে ধারণ করে, এই বিশ্বমানের পারফরমারদের কাছ থেকে কিছু শেখে।"

বলে থুতু আর ঘাম মাখানোর পক্ষে নেহরা—হরভজন

করোনা—পরবর্তী সময়ে ক্রিকেটে থুতু দিয়ে বল চকচকে করা, কিংবা ঘাম মাখানোর সংস্কৃতিটা উঠে যাবে? আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা দৃষ্টিকটু এই ব্যাপারটিই বহুকাল ধরে ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাঠে বোলাররা বা ফিল্ডাররা বলে থুতু ঘষছেন না, এমন দৃশ্য দেখার জন্যও তো তৈরি নয় ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ।

কিন্তু করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি অক্ষরে, অক্ষরে মেনে চলাটা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নীতি—নির্ধারকেরা খেলাটি থেকে "অস্বাস্থ্যকর" এই রীতিটা তুলে দেওয়ার কথাই ভাবছেন। তবে এখানে কিছু ব্যাপার আছে। ক্রিকেটে কৃত্রিম কোনো জিনিস, যেমন ভ্যাসলিন, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি দিয়ে বল ঘষা আইনবহির্ভূত। তাই "প্রাকৃতিক" থুতু ও ঘামই বল চকচকে করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ঘোরতর বিপদেই পড়তে হবে বোলারদের। ক্রিকেট বলে যেকোনো ধরনের সুইং করাতেই থুতু ও ঘামের ব্যবহার আবশ্যিক। ভারতের দুই সাবেক বোলার আশিস নেহরা ও হরভজন সিং তো বলেই দিয়েছেন, ক্রিকেট বল সুইং করাতে থুতু আর ঘামের বিকল্প নেই।ভারতের সাবেক বাঁ হাতি পেসার আশিস নেহরাকে ভাবিয়ে তুলেছে ব্যাপারটি, "প্রথমত বলে সুইং করাতে হলে থুতু আর ঘাম লাগাতেই হবে।"অনেকেই থুতু ও ঘামের বিকল্প হিসেবে বলে ভ্যাসলিন ব্যবহার করেন, যদিও এটি বর্তমান ক্রিকেটের আইনে অবৈধ। কেউ কেউ তো শিরিশ কাগজ এমনকি ট্রাউজারের চেইনের জিপার দিয়ে বল ঘষেছেন কেবল মাত্র বাড়তি সুইংয়ের আশায়। ১৯৭৬ সালে ইংলিশ বোলার জন লেভারের সেই ভ্যাসলিন মাখানোর কাহিনি খুবই বিখ্যাত। তবে নেহরা মনে করেন, যা—ই করা হোক না কেন, থুতু আর ঘাম লাগবেই, "আমি রীতিমতো বাজি ধরে বলতে পারি লেভার বলে ভ্যাসলিন মাখানোর আগে থুতু ও ঘাম ব্যবহার করেছিল। ভ্যাসলিন কেবল বলটাকে স্কিড করাতে বাড়তি সহায়তা করবে।" নেহরার সঙ্গে একমত হয়ে বল বিকৃতি বা কৃত্রিম বস্তু ব্যবহারের বিপদটা বলেছেন অফ স্পিনার হরভন সিং, "একবার ভেবে দেখুন থুতু আর ঘাম নিষিদ্ধ হওয়ার পর বোলাররা বলে সুইং করাতে বোতলের ছিপি ব্যবহার করবে। ইনিংসের পঞ্চম ওভার থেকেই বল যদি রিভার্স সুইং করা শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে!"

E-Auction Notice

NIA No.F.5-55/E-auction/Timber/MESD/2019-20/ 7153 dated. 24/12/2020 invites bid from the licensed bidders / dealers through E-auction System Government of India at haps://eauction.gov.in for sale of round timbers as per the details given in website. The e-auction will be open for the eligible bidders / Firms / Agencies from 12/01/2021 10.00 am to 16/01/2021.

(Abhijit De,TFS)
ICA/C-2602/2020-21 Sub-Divisional Forest Officer
Manu Forest
Sub-Division, L.T.V

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 27/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21 Date:23/12/2020

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 21/ 01/2021 for the following work of "Setting up of Tertiary waste processing centre at Karaitala under Mohanpur Municipal Council during the year 2020-21." DNIeT No: 07 / B / DNIe-T / SE-1V / PWD (R&B)/ 2020-21, ESTIMATED COST Rs. 1,45,40,015/-For details visit website https:// tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivision@gmail.com

Executive Eingineer
ICA/C-2582/2020-21 Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders in plain paper are hereby invited from the bonafide vendors having experience of similar nature of works for Cleaning and Sweeping in the office of the Taxes, Organization at P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala and Kar Bhaban, Palace Compornd, Agartala for the period of 2 (two) years, as per the terms and conditions laid down in Annexure-A.

The sealed tenders will be received up to 15.00 hours of 8th Janauary, 2020 at Receipt, 86 Dispatch Section of the office of the Commissioner of Taxes 86 Excise, P.N. Complex, Gui.khabasti, Agartala by speed post or by registered post or courier or may be dropped in the Tender box directly Details of Terms 86 Conditions (at Annexure-A) of the aforesaid tender are available in the Store Section of this office and in our official website www.tripurataxes.nic.in. Interested Tenderers are requested to visit the website or they can collect the terms & conditions (Annexure-A) .1-.om the Store Section of this office.

(S. Mog, TCS,SSG)
ICA/C-2595/2020-21 Addl. Commissioner of Taxes
Government

EDUCATIONAL NOTIFICATION

This is for information to all concerned that the following seats as per seal matrix have remained vacant alter the 1" & 2nd round counseling of GNM & ANM Candidates for the GNM & ANM Training Courses under Government of Tripura for tile academic session 2020- 2021. The Mop-up Round Counseling will he held on 31sI December 2020. at the office Premises of the Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura, Dr. P.B.Das Memorial Building. Bidurkarta Chowmuhani, Agartala.

GNM (Male/Female) Training Courses for the academic session 2020-2021

Name of the Institution	No of vacant seat	UR	ST	SC
DR. BRAM Nursing School, Agartala	GNM (Male) 1	WESM 1	Nil	Nil
Nurses Training Institute, Agartala	GNM (Female) 1	WESM 1	Nil	Nil

ANM Training Course for the academic session 2020-2021

Name of the Institutions	No. of vacant Seat	UR	ST	SC
ANM Training Institute, Palace Compound, CMO West Agartala.	1 No.	Nil	1	Nil
ANM Training Institute, Kailashahar, Unakoti.	1 No.	1	Nil	Nil

Now, Mop-Up round Counseling will be held on 31/12/2020 Thursday at 11AM, in the Office of the Directorate of Medical Education, DR. PB Das Memorial Building, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala for distribution of those remaining seats in connection with Admission to GNM & ANM Training Courses for the Academic session 2020-2021. As such the interested eligible GNM & ANM Registered Eligible Candidates are hereby requested to attend the Mop-up Round Counseling according to the Merit list as per scheduled date c'<: time with original documents of i) Madhyamik Admit Card, ii) I-IS+2Stage passed Mark sheet. iii) k.) 4 copy of passport size photograph, v) Cast Certificate, vi) Registration ID, vii) Appropriate Certificate of WESM from Sainik Board

It is mentioned here that above mentioned 2 Nos. UR seats are reserved tOr WESM. it is to further notifi that if there is no WESM Candidate available in the Mop-up Round Counseling these 2 seats %\ ill he distributed to UR candidates as per common merit list.

(Prof Chinmoy Biswas)
ICA/D-1156/2020-21 Director of Medical
Education Government
of Tripura, .Agartala

Notification related to Admission into Two Years M.Ed. Course in Institute of Advanced Studies in Education (I.A.S.E), Kunjaban, Aqartala Academic Session 2020-21

The candidates who have submitted their documents for the admission to Two - Year M.Ed. course in Institute of Advanced Studies in Education (IASE), Kunjaban, Agartala, Tripura are hereby informed that the list of coniirrned and waitlisted candidates for provisional admission to Two-Year M.Ed. Course (Session 2020 — 2021) along with other related information has been uploaded in the college website (www.iasetripura.com). All applicants are advised to follow the website time to time for admission related information.

For further queries, the candidates are advised to contact the office on any working days during the office hours.

(Dr. Ratna Roy)
ICA/D-1153/2020-21 Principal EASE,
Kunjaban Agartala,
West Tripura

PN1eT NO- 120/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.276/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1320822.00	14-01-2021
2	DNIe-T No.277/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	1566083.00	
3	DNIe-T No.278/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	237737.00	
4	DNIe-T No.279/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	237737.00	
5	DNIe-T No.280/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	237737.00	
6	DNIe-T No.281/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	237737.00	

All details can bc seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer DWS
ICA/C-2588/2020-21 Division, Ambassa, Dhalai
District, Tripura

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপাল রমেশ বৈস রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল জানিয়েছেন, 'শুভ নববর্ষ ২০২১ উপলক্ষে আমি ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আশা করছি নতুন বছরে রাজ্য এবং দেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। নতুন বছর সবার জন্য অনাবিল আনন্দ, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য এবং অফুরন্ত আশীর্বাদ নিয়ে আসবে'।

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ইংরেজি নববর্ষ ২০২১ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি নতুন বছর আমাদের কাছে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে। রাজ্যবাসী যে প্রত্যাশা নিয়ে এই সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করতে দায়বদ্ধ। সকল অংশের জনগণকে সাথে নিয়ে এক সুন্দর রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে নতুন বছর সকলের জন্য সুস্থতা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।

আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা ও সার্বিক উন্নয়নের পথে রাজ্যেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে ২০২১ সকল প্রতিকূলতাকে ছিন্ন করে আমাদেরকে কাঙ্খিত সাফল্যের দিকে পৌঁছে দিক। আমি সকল রাজ্যবাসীর সুস্থতা, সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি কামনা করছি।'

গোমতী জেলাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলাভিত্তিক যুব উৎসব গতকাল উদয়পুরের রাজর্ষি হলে অনুষ্ঠিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। গোমতী জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রী ঘোষ যুব উৎসবের গুরুত্ব ও স্বামীজির চিন্তা চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ ঘরে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার ও সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শুক্লা মজমদার। উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলার রতি দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক মিহির শীল। জেলাভিত্তিক যুব উৎসবে ৩টি মহকুমা থেকে বিভিন্ন বিভাগে ১০৯ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

মনুভ্যালি চা বাগানে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার সমরুরপাড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন মনুভ্যালী চা বাগানের ৩নং লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এক স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে ২৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীগণ পরিবার পরিকল্পনা, শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, প্রতিষ্ঠানিক প্রসব ও কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন রোগ

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি উদ্যোগে ডেপুটেশন র‍্যালি আয়োজিত হয়। ছবি-নিজস্ব।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে সচিবালয়ে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে জিবি হাসপাতালের পরিষেবার উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকারের সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের ফলেই রাজ্যে কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে রাজ্যে কোভিড-১৯ জনিত বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ পর্যায়ের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আমাদের সকলকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, যা আগে আমরা কেউ এ সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। গত এপ্রিল মাস থেকে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ অতিমারি প্রতিরোধে রাজ্যে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় মাস্ক, পি পি ই কিট, ঔষধ, স্যানিটাইজার ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, অন্যদিকে পরিস্থিতির আপতকালীন মোকাবিলায় সে সময় বিভিন্ন ঘাটতি বা অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি বর্তমানে কতটুকু সুরাহা করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করে সার্বিক দিক নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কোভিড-১৯ জনিত সময়ে চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের চিকিৎসা পরিষেবার মূল্যায়ন করে তাদের পুরস্কৃত করার জন্যও তিনি সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্পতি আগরতলার জিবি হাসপাতালে একাধিক জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। রাজ্যের চিকিৎসকদের দক্ষতার ফসল এবং রাজ্যবাসীকে উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদানে আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে তা এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। চিকিৎসকদের এই সাফল্যগুলিকে রাজ্যের জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি আরও বেশি করে প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো ব্যবস্থাকে আরও উন্নততর করার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরণের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে জিবি হাসপাতালের পরিষেবার উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজ্যের জনগণকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে জিবি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়নে আরও কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। একই সাথে তিনি জিবি হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির উপরও জোর দেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে চালু রয়েছে কিনা, প্রয়োজনে সময়ে সময়ে তার মেরামতি করা যাতে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত না হয় সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পাশাপাশি এই যন্ত্রপাতিগুলির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত রুটিন করে ১৫দিন অন্তর অন্তর রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করার বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবি হাসপাতালে অক্সিজেনের প্রেসার ও পাইপলাইনসহ ভেন্টিলেটরগুলি যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

পর্যালোচনা সভায় রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মাস্ক পড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে রাজ্যের জনগণ। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই করোনার প্রকোপ বর্তমান নিয়ন্ত্রণে। তবে সর্তকতামূলক সব ধরণের ব্যবস্থা জারি রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে কোভিড পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা কোভিড-১৯ টিকাকরণের প্রস্তুতি হিসেবে এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং করা হয়েছে বলে সভায় জানান। রাজ্যে আয়ুমান কার্ড বিতরণের কাজ আগামী ২২ জানুয়ারি, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও কাজের প্রচারের উপরও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৪২টি প্রেস রিলিজ করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ৮৭টি প্রেস রিলিজ ইস্যু করা হয়েছিলো। এরমধ্যে ৫৯টি সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে

খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন ও মনিটরিং কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন ও মনিটরিং (দিশা) কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহকারি সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, জেলাশাসক মিতা মল, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, ডি এফ ও নিরাজ চঞ্চল সহ বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ ও স্বাস্থ্য, পূর্ত, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, মৎস্য, কৃষি, ডি ডব্লিউ এস সহ বিভিন্ন কার্যালয়ের আধিকারিকগণ। সভায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং গ্রাম স্বরাজ করার সংকল্প বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, গ্রাম উন্নত হলেই রাজ্য উন্নত হবে। সভায় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষির বড় ভূমিকা রয়েছে। সরকার কৃষির বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি প্রতিটি প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে ও সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় জেলাশাসক মিতা মল জানান, খোয়াই জেলায় এম জি এন রেগায় মোট জবকার্ড রয়েছে ৬৮ হাজার ৮৫৫টি ও শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে চলতিবর্ষে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত (২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত) ৩৪,০৯,৭৯৭টি। গড়ে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৫২.৫১ শতাংশ এবং খরচ হয়েছে ৬৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। জেলায় রাস্তা, পুকুর, প্ল্যান্টেশন, লেণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি ৩০০৬টি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির হয়েছে। জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) স্কিমে এখন পর্যন্ত ২০১৯-২০ বর্ষে ১ হাজার ৪৩৬টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে প্রতিটি ঘরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ব্যয় হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলায় ৯ হাজার ২৭১ জনকে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। নো ওয়ান লেফট বিহাইণ্ড কর্মসূচিতে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৪৭৮ জন সুবিধাভোগীকে। এতে প্রতি ইউনিটে ১২ হাজার টাকা করে ব্যয় হয়েছে। সভায় ডি ডব্লিউ এসের আধিকারিক জানান, জেলায় অটল জলধারা মিশন প্রকল্পের

ছয়ের পাতায় দেখুন

সামাজিক পরিবর্তনের কাণ্ডারি যুব শক্তি : যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। যুব শক্তির বিকাশ রাজ্য ও দেশের জন্য মঙ্গলময়। যুব শক্তিকে কখনও দাবিয়ে রাখা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের কাণ্ডারি এই যুব শক্তি। আজ আগরতলা টাউন হলে ৩ দিনব্যাপী ২৪তম রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। উল্লেখ্য, রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে ১৫টি বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলার শ্রেষ্ঠ দলগুলি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তিনদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের সমাপ্তি হবে ৩১ ডিসেম্বর। রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আরও বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য এবার যুব উৎসব সংক্ষিপ্ত আকারে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত সকল যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, পড়াশুনার বাইরেও নিজেকে সামাজিক কর্মকাণ্ড, রক্তদান, আর্ত মানুষের সেবা, বৃক্ষরোপণের মতো কর্মসূচিতে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। নিজেকে এমনভাবে গড়তে হবে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তা মরণ করে।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই দিশায় কাজ করছে সরকার। যুব সমাজকে খেলার মাঠে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সুস্থ ও সবল প্রজন্ম গড়তে হলে নিয়মিত শরীরচর্চা করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত বলেন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় যুব সম্পদায়কে আরও এগিয়ে আসতে হবে। পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার বলেন, আজকের যুব প্রজন্ম আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। পরিশ্রম করলে সফলতা আসবেই। এক্ষেত্রে পিতামাতা ও গুরুজনদের কথা মতো এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই বড় ও ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এন ওয়াই কে-র অধিকর্তা শ্যামসুন্দর কাশ্যপ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দপ্তরের বিশেষ সচিব শরদিন্দ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা পাইমং মগ। উল্লেখ্য, ২৪তম রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এন ওয়াই কে এস ও এন এস এস-র যৌথ সহায়তায় আয়োজন করা হয়েছে।

রাজ্য আয়ুষ মিশনের উদ্যোগে প্রবহমান স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। জাতীয় আয়ুষ মিশনের সহযোগিতায় রাজ্য আয়ুষ মিশনের উদ্যোগে প্রজ্ঞাভবনে দু'দিনব্যাপী প্রবহমান স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর এক কর্মশালা আজ থেকে শুরু হয়েছে। আগামীকাল এই কর্মশালার সমাপ্তি হবে। প্রজ্ঞাভবনের ৩ নং হলে আজ এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন আয়ুষ মিশনের আধিকারিক ডা. শৈবাল পণ্ডিত। কর্মশালার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, রাজ্যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে কার্যকর ও উন্নত করার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের মানুষ যাতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন সেই লক্ষ্যে আয়ুষ মিশন কাজ করছে। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়ুষ মিশনের শাখা আধিকারিক ডা. সুমন্ত ভট্টাচার্য। তিনি জানান, সাব্রমে একটি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল এবং ধর্মনগর, ধলাই ও বিশালগড়ে পঞ্চকর্ম কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মশালায় ৭২ জন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক অংশ নেন।

স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান নিয়ে খোয়াই জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সম্পতি স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান নিয়ে জেলাভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিস্ট্রিক্ট ইম্যুনাইজেশন অফিসার ও ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অফিসার ডাঃ বিক্রম দেববর্মা। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের জনসংযোগ অধিকারিক পারিজাত দত্ত জেলায় স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার পরামর্শ দেন। তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার সামগ্রীর প্রদর্শনের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দপ্তরের সাফল্যের চিত্র বিভিন্ন মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরতেও শ্রী দত্ত আহ্বান জানান।

পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নেন জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মালবিকা দেববর্মা, চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ দেবল দাস, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ প্রণয় দাস, ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার প্রণয় কুমার দেববর্মণ, ভারপ্রাপ্ত জেলা মিডিয়া এক্সপার্ট সঙ্গীতা বৈদ্য, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার দেবু বিশ্বাস, এক্সটেনশন এডুকেটর রীতা সরকার প্রমুখ। সভায় যক্ষা বিষয়ক পথনাটক ও অটো-প্যানেলে প্রদর্শন, চক্ষুদান পক্ষ, ম্যালেরিয়া বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির কাজ এই অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জেলার এম পি এস, এম পি ডব্লিউ, এম টি এস, অ্যাকাউন্টেন্ট, পি এম ডব্লিউ, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দয়ালপাড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার ব'নগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে দয়ালপাড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এম পি ডব্লিউ, আশাকর্মীগণ এবং আশা ফেসিলিটেটর মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া ও যক্ষা রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ৩৬ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ভারতে করোনা-মুক্ত ৯৮.০৭-লক্ষের বেশি, দেশব্যাপী দৈনিক মৃত্যু কমে ২৫২

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক কোভিড সংক্রমণ এবার ১৭ হাজারের নীচে চলে গিয়েছে। দৈনিক মৃত্যুও নিম্নমুখী। ভারতে সুস্থতার হার বাড়তে বাড়তে ৯৫.৯২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৯৮ লক্ষ ০৭ হাজার ৫৬৯ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬,৪৩২ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০২,২৪,৩০৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৪,৯০০ জন।

২৫২ বেড়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৮,১৫৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৪,৯০০ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৮,০৭,৫৬৯ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৮১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৮,৭২০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে মোট করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা ৯,৮৩,৬৯৫।

ভারতে ১৬.৯৮-কোটি করোনা-টেস্ট সক্রিয় রোগী কমে ২.৬৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও নিম্নমুখী। একইসঙ্গে ভারতে ১৭ কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৯২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৬,৯৮,০১,৭৪৯-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.৮৩-লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর (সোমবার সারা দিনে)

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বনির্ভর সুমন রুদ্রপালের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যে স্বরোজগারের সাথে যুক্তদের সব সময় উৎসাহ দিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। স্বরোজগারের মাধ্যমে যারাই স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের উৎসাহিত করতে কখনও কখনও তাদের বাড়িতেও ছুটে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বিকেলে লঙ্কামুড়ায় এমনই একজন শিক্ষিত যুবক সুমন রুদ্রপালের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সুমন রুদ্রপাল বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। আগরতলার লঙ্কামুড়ার পাল পাড়ায় সুমন রুদ্রপালের বাড়ি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ লঙ্কামুড়ার পাল পাড়ায় গিয়ে তার সাথে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বায়োফ্লক পদ্ধতিতে সুমন রুদ্রপালের মাছ চাষের ব্যবস্থাপনা, মাছ চাষের জন্য তৈরি ট্যাঙ্ক ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় উদ্যমী যুবক সুমন রুদ্রপাল মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, তিনি এম বি এ পাশ করেছেন। কিন্তু সরকারি চাকরিকেই তিনি জীবনে সফলতার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে মানতে চাননি। স্বরোজগারের

মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে চেয়েছেন তিনি। তাই গত দেড় বছর ধরে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সুমন রুদ্রপালের স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতার প্রশংসা করেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। সুমন রুদ্রপাল মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, বর্তমানে তিনি কই, তেলাপিয়া এবং শিং মাছ চাষ করছেন। তিনি আরও জানান, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার ক্ষেত্রে জলাশয়ের তুলনায় মাছের খাবার কম লাগে। প্রতি তিনমাস অন্তর মাছ বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী মাছের দাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, প্রতি কেজি তেলাপিয়া পাইকারি হিসেবে ১৫০ টাকা করে বিক্রি করছেন। পরে তার পরিবারের লোকজনদের সাথেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন বিকেলে দক্ষিণ নারায়ণপুরের শ্রীপল্লি খেলার মাঠ সংলগ এলাকা পরিদর্শন করেন। ঐ এলাকার মানুষ সেখানে একটি বর্ডার হাট ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা শ্রীপল্লির খেলারমাঠ সংলগ স্থানে দুটি বড় খোলা শেড এবং ছয়টি স্টল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেগুলিও ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন টিমের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ২০২০ আজ থেকে পশ্চিম জেলাভিত্তিক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশান টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। জেলার ৩০টি ভ্যাকসিনেশান টিমের ২১০ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আজ আগরতলা সিটি সেন্টারের কনফারেন্স হলে সদর মহকুমার আনন্দনগর ও কাঁঠালতলী পিএইচসি, পূর্ব যোগেন্দ্রনগর ইউপিএইচসি, পশ্চিম ভুবনবন ইউপিএইচসি, নন্দনগর ইউ পি এইচ সি এবং আশ্রমপাড়া ইউপিএইচসি'র কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশান টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একই স্থানে আগামীকালও সদর মহকুমার মধ্য প্রতাপগড় ইউপিএইচসি, জিবি ও আইজিএম হাসপাতাল, আগরতলা টিএমসি এবং এনএসএস হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশান টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে আগামীকাল জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলেও মহকুমার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশান টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৩১ ডিসেম্বর জেলার মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে মোহনপুর মহকুমার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশান টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সিএমও অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গোলাঘাটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন গোলাঘাটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৪ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া এবং গর্ভকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এক্সটেনশন এডুকেটর, এমপিডব্লিউগণ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিশালগড়ে বেটাডেপা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের আওতাধীন বেটাডেপা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৪২ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ ও গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে প্রসব করানোর জন্য পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেদন জানানো হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এক্সটেনশন এডুকেটর, এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্য পরিষেবায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সম্পতি খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি জেলার কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নির্মল সরকার ও ডাঃ সুপ্রতীম বীর উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিদলটি প্রথমে কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মীয়মান ভবনের পরিকাঠামো সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।